হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 7, Issue No. 05, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, May 2018

রাধা মহাভাবরূপিনী অথবা মহাশক্তির দ্যোতক এসব তো নিছকই কল্পনা বলে মনে হয়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে রাধার কোন মহাভাবের অথবা মহাশক্তির পরিচয় আমরা পাইনি। বৈষ্ণব পদাবলীর ছত্রে ছত্রে রাধার যে প্রেম তা তো নিছক একালের কলেজে পড়া প্রথম বর্ষের মেয়েদের মতো। ''রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর/প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' এ তো স্রেফ শরীরী প্রেমের ঘনঘটা।

—মানস ভট্টাচার্য্য

উত্তরবঙ্গে বিরাট হিন্দুসভা

প্রধান অতিথি হিন্দুবীর তপন ঘোষ

উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত রায়গঞ্জের রাড়িয়া গ্রামে গতকাল ২১শে এপ্রিল, শনিবার গ্রামের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে এক বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে এবারের অনুষ্ঠান অন্য বছরের তুলনায় সম্পূর্ণরকম আলাদা ছিল। কারণ এই বছর অনুষ্ঠানের সর্বাগ্রে সমস্ত দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিল হিন্দু সংহতির তরুণ-যুবকেরা। আর তাদের প্রচেষ্টায় এই বছরের অনুষ্ঠান অনেক বিরাট আকারে পালিত হলো। আর সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির উত্তরবঙ্গের পর্যবেক্ষণ শ্রী পীযুষ মণ্ডল এবং হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি শ্রী তুষার সরকার। রাড়িয়া গ্রামে শ্রী তপন ঘোষ মহাশয় আসবেন-এই খবর ঘিরে এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল। প্রধান রাস্তা থেকে কয়েক হাজার হিন্দু জনসাধারণ মিছিল করে, ঢাক বাজিয়ে, জয় মা কালী, হিন্দু সংহতি জিন্দাবাদ, তপন ঘোষ জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে দিতে শ্রী ঘোষকে সভাস্থলে নিয়ে যায়। সেখানে তপন ঘোষ হিন্দু জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন যে, 'মাটি রক্ষার জন্যে শুধু লড়াই করে যেতে হবে। আর এটাই হলো হিন্দু সংহতির মন্ত্র। যুবকেরা তোমরা মনে রেখো, লড়াই করতে করতে মাথা কেটে যাবে, তবুও যেন তোমাদের পা পিছিয়ে না আসে''। এছাড়াও তিনি উপস্থিত হিন্দু জনতার উদ্দেশ্যে

বলেন যে, ওরা মুসলিমদের জন্যে দেশভাগ করে নিয়েছে, তবুও কেন এদেশে জায়গার নাম ইসলামপুর থাকবে? প্রসঙ্গত গত বছর বকরি ঈদের সময় গরুর মাংস ফেলাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে রায়গঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায়। সেই হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় রাড়িয়া গ্রামের হিন্দু যুবক তোতন দাস শহীদ হন। সেই সময় রাড়িয়া গ্রামের হিন্দুদের পাশে হিন্দু সংহতি দাঁড়িয়ে থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল।

তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে যাত্রীদের মারধোরের ঘটনায় গ্রেফতার আজমুল হোসেন

তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরায় এক পরীক্ষার্থীসহ অন্যান্য যাত্রীদের মারধোরের ঘটনায় মালদহ জিআরপি এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। জিআরপি জানিয়েছে, ধৃতের নাম আজমুল হোসেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের কড়িয়ালির ওই বাসিন্দাকে সোমবার গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হয়। আদালত ধৃতকে তিনদিনের জন্য জিআরপি'র হেফাজতে দিয়েছে।

মার্চ মাসের শেষ দিকে এনজেপি যাওয়ার পথে তিস্তাতোর্সা এক্সপ্রেসের এক যাত্রীর সঙ্গে টিকিটবিহীন যাত্রীদের সিটে বসা নিয়ে বচসা হয়। ঐ ব্যক্তি সংরক্ষিত কামরায় উঠে জোর করে বসতে গেলে জ্যোতির্ময় হালদার নামে এক ব্যক্তি তার প্রতিবাদ করে। তিনি তাকে জেনারেল কমপার্টমেন্টে চলে যেতে বলেন। এরপরই ওই যাত্রীকে হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা স্টেশনে ট্রেন থামলে মারধর করা হয় অভিযোগ, যে যাত্রীর সঙ্গে বচসা হয়েছিল তারা স্টেশনে লোক জমায়েত করে ওই যাত্রীকে হেনস্তা করে। মালদহের বাসিন্দা জ্যোতির্ময় হালদার নামে ওই যাত্রী এক মহিলা সহযাত্রীকে নিয়ে শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন। পথে ঘটনার জেরে জ্যোতির্ময়বাবুর মোবাইলটিও হামলাকারীরা নিয়ে যায়। জিআরপি মোবাইলটিও ধৃত আজমুলের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছে।

প্রকাশ্যে গরু কাটা নিয়ে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়িতে

প্রকাশ্যে গরু কাটা নিয়ে উত্তাল শিলিগুড়ির সার্কিট হাউস সংলগ্ন মসজিদ চত্বর। একসময়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনাটি ঘটে গত ২৯শে এপ্রিল রবিবার উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ির সার্কিট হাউস এলাকায় চম্পাসাড়িতে।

সূত্রের খবর, ৯৯ শতাংশ হিন্দু অধ্যুষিত চম্পামাড়ি এলাকায় প্রকাশ্যে গরু কেটে বিক্রি করাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চম্পাসারির জামা মসজিদের (মসজিদটি তিনতলা) নীচের তলায় কালো কাঁলে ঢাকা পর পর তিনটে গরুর মাংসের দোকান আছে। প্রত্যেক রবিবার মসজিদ সংলগ্ন নালা গরুর রক্তে লাল হয়ে ওঠে। ইসলামিক উৎসব বা পরবে তা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। দীর্ঘদিন ধরে একাজ চললেও এলাকার হিন্দুরা ছোট খাটো প্রতিবাদ ছাড়া কখনই কোনও বড় পদক্ষেপ নেয়নি। মসজিদের ঠিক একশো মিটারের মধ্যেই একটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি সুপ্রাচীন এবং প্রতিদিনই প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে মন্দিরে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার খাতিরেই এতদিন হিন্দুরা সব দেখে শুনেও বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। আর হিন্দুদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সেখানে চলেছে অবাধ গরুকাটা। কিন্তু ২৯শে এপ্রিল হিন্দুদের সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ঐ দিন মসজিদের তিনটি গরুর মাংসের দোকান থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে স্থানীয় মুসলমানরা আর একটি গরুর মাংসের দোকান খোলে। এবং প্রকাশ্যেই গরু কাটা চলতে থাকে। তখন স্থানীয় হিন্দু যুবকরা তাদের বাধা দেয়। ফলে মুসলিম কসাই ও তার সঙ্গী সাথীদের সাথে বচসা বেঁধে যায়। মুসলিমরা তাদের হুমকি দিতে থাকে। ইতিমধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে আসেপাশের হিন্দুরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। বেগতিক দেখে কসাই ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা এলাকা ছেড়ে পালায়। স্থানীয় হিন্দুরা এরপর সামান্য সময়ের জন্য পথ অবরোধ করে। নগর থানার আই সি বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। হিন্দুরা অপরাধীদের শাস্তি দাবি করলে পুলিশ তাদের আশ্বস্ত করে। এরপর অবরোধ উঠে যায়।

বেগতিক পরিস্থিতি বুঝে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বিবৃতি দিয়ে বলে যে আমরা সকলে শান্তিতেই ছিলাম। মসজিদের নীচে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে তা আমাদের জানা ছিল না। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। স্থানীয় এক হিন্দু যুবক জানায়, সম্পূর্ণ মিথা কথা বলছে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। মসজিদের নীচেই গো-মাংস বিক্রি হচ্ছে, আর এরা তা জানত না। এলাকায় পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ রয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সমুদ্রগড় ও মন্দিরবাজারে পূজায় আমন্ত্রিত সংহতি সভাপতি

১৭ই এপ্রিল, মঙ্গলবার হিন্দু সংহতির বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড় শাখার উদ্যোগে শক্তির দেবী মা কালীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয় এবং হিন্দু সংহতির সহসম্পাদক শ্রী সুজিত মাইতি মহাশয়। এছাড়া কালীপূজা উপলক্ষই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া এই অনুষ্ঠানের মণ্ডপে শিয়ালদহ স্টেশনের নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রেল টার্মিনাস করার যে দাবি হিন্দুসংহতি জানিয়ে আসছে, তা নিয়ে একটি ফ্লেক্স দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সমুদ্রগড় ছাড়াও আশেপাশের নাদনঘাট এলাকা থেকে বিশালসংখ্যক হিন্দু জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবছরের মতো এবারও দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দির বাজার এলাকার কেশবেশ্বর মন্দিরে নীলষষ্ঠী (শিবের পূজা) ঘটা করে পালন করা হল। প্রচলিত আছে যে, প্রায় আড়াই শো বছর আগে ওই এলাকায় জমিদার বরদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির তৈরির আগে ওই অঞ্চল দিয়ে বয়ে যেত বাইন নদী। নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন জনপদ। সে সময় বরদাপ্রসাদ তাঁর ঠাকুরদা কেশবেশ্বরের নামে মন্দিরটির নামকরণ করেন। বর্তমানে বাইন নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু রয়ে গেছে জনপদ, সেই সঙ্গে কেশবেশ্বরের মন্দির। জেলার অন্যতম বিখ্যাত ওই মন্দিরে প্রায় আড়াই শো বছর আগে থেকে সন্ন্যাসী হওয়ার প্রথা চলে আসছে। শিবের পূজাকে কেন্দ্র করে এখানে বিশাল মেলাও বসে। এবার মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঐ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই হিন্দু সংহতির কাজ চলছে। ১২ই এপ্রিল হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য ও সহ সম্পাদক সুজিত মাইতি কেশবেশ্বর মন্দিরে যান। পূজার আয়োজন ও মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে সংহতি সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আমাদের কথা

কাঠুয়াকাণ্ড নিয়ে যাঁরা চেঁচালেন তাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি?

কাঠুয়া কাণ্ডের ধর্ষিতা মেয়েটির ধর্মপরিচয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক খেলায় মেতে উঠলেন যাঁরা, তারা নাকি সমাজে বুদ্ধিজীবী, কলামনিস্ট নামে পরিচিত? হায় রে অভাগা আমাদের দেশ! আট বছরের আসিফাকে ধর্ষণ করে খুন করা নিয়ে পত্রিকা থেকে সোস্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলে দিলেন এক শ্রেণির মানুষ। 'জাস্টিস্ ফর আসিফা'-র পোস্টারে ভরে গেল পেসবুক, টুইটার। কোন সন্দেহ নেই ঘটনাটি নৃশংস। অন্যদের মতো আমাদেরও দাবি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা হোক। কিন্তু আশ্চর্য হই যখন দেখি তথাকথিত সুশীল সমাজ শুধুমাত্র আসিফাকে নিয়ে সোচ্চার হয় এবং ধর্ষক হিন্দু বলে, ধর্ষণ মন্দিরে হয়েছে বলে গোটা হিন্দু সমাজ তথা ধর্মকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। তাও ঘটনার দীর্ঘদিন বাদে এবং কোন রকম যুক্তিনির্ভর প্রমাণ ছাড়াই। কিন্তু তারপরই উদ্ঘাটিত হল আসল সত্য। ধরা পড়ল আসিফার খুনীরা। আসিফাকে ধর্ষণ ও হত্যার পিছনে প্রধান আসামী এক মুসলিম যুবক। ব্যস্, চুপসে গেল বুদ্ধিজীবীদের কল্পনার বেলুন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা আসিফার খুনী, এ মন্তব্য ধোপে টিকল না। কিন্তু বাচালরা তো চুপ করে থাকতে পারেন না। তাই এবার তারা বলবেন, ধর্ষক-খুনীর জাত হয় না। সন্ত্রাসবাদীরও জাত যেমন তারা দেখতে পান না।

কিন্তু কোথাও এতটুকু সাম্প্রদায়িকতার (অবশ্যই সাম্প্রদায়িক বলতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক) গন্ধ পেলে এঁদের বুদ্ধি তড়াক্ তড়াক্ করে লাফিয়ে বেড়ে যায়। এরা আবার নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষ বলে। কিন্তু এরা কি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ? এরা কি সত্যি প্রতিবাদী? তাহলে এদের সামনে কতগুলো প্রশ্ন রাখতে চাই

এপ্রিল১১, ২০১৮ চার বছরের পায়েল প্রসাদকে খুন করে হাত পা কেটে নিল আবেদ মোহম্মদ শেখ। ভিওয়ান্ডি মুম্বাইয়ের ঘটনা আপনারা চুপ রইলেন।

এপ্রিল ১২, ২০১৮ সাসারাম, পাটনায় বাবন সিংহের ৬ বছর বয়সী ভাইঝিকে ধর্ষণ করলো মিরাজ মিঞা। আপনারা চুপ রইলেন।

এপ্রিল ১৩, ২০১৮ লাভপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ, আটক প্রতিবেশী যুবক আসগর শেখ। আপনারা চুপ।

মার্চ ২৪, ২০১৮ আসামে জাকির হোসেন ও তার দলবল একটি নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দিলে মেয়েটি মারা যায়। আপনাদের প্রতিবাদী কণ্ঠে কোনো শব্দ নেই।

এপ্রিল ১৪, ২০১৮ মসজিদ চত্বরেই এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করল মৌলবি নাজর ও দোকানদার মহসিন।

এপ্রিল ১৬, ২০১৮ চলন্ত গাড়িতে এক যুবতীকে গণধর্ষণ করল দুই যুবক সালমান ও সাজিদ।

এপ্রিল ২, ২০১৮ আসামে এক মৌলবী আব্দুল শাহিদ ১৯ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে।

এরকম আরও অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা তুলে ধরা যায়। শুধু এপ্রিল মাসেই ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা কতগুলি। ধর্ষণের পরিসংখ্যা তুলে ধার আমাদের লক্ষ্য নয়। শুধু চোখে ঠুলিপরা বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজকে জ্ঞাত করতেই এই পরিসংখ্যানের অবতারণা। আর এদের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ষক মুসলিম সমাজের এবং তাদের শিকার হিন্দু মেয়ে। কেউ কেউ আসিফার চেয়েও বয়সে ছোট। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রশ্ন, এইসব ঘটনাগুলোতে আপনাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কোথায় গেল? সম্প্রতি মাদ্রাসায় দু'দিন ধরে আটক করে নাবালিকা গীতাকে ধর্ষণ করল মুসলিম নরপশু। আপনারা নীরব রইলেন। কেউ লিখল না 'জাস্টিস ফর গীতা'। কেন? আসিফাকে নিয়ে প্রতিবাদ করলে নিজের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটা বজায় রাখা যায়। কারণ আসিফা মুসলিম মেয়ে। আর গীতা তো হিন্দুর মেয়ে। ওর জন্য গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে কে নিজেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক করবে? আসিফার জন্য জাস্টিস চাওয়া যায় কিন্তু গীতা, আসামের ঐ নাবালিকা বাবন সিংহের ৬ বছরের মেয়ের জন্য জাস্টিস? নৈব নৈব চঃ। ধর্ষণ নিয়ে সম্প্রদায়ের বিভাজন তাহলে কারা করল? মুসলিম মেয়ে ধর্ষণ হলে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, হিন্দু সমাজের নামে কলঙ্কের কালি ছিটবে কিন্তু হিন্দুর মেয়ে ধর্ষিতা হলে তখন সকলের মুখে কুলুপ। যেন ধর্ষণ এক্ষেত্রে অন্যায় নয়। হায়রে বুদ্ধিজীবী! হায়রে সুশীল সমাজ! এই তোমাদের বুদ্ধি? এর চেয়ে তৃণভোজীরাও (গরু, গাধা) বেশি বুদ্ধি ধরে।

কখন কখন মনে হয় বুদ্ধিতে এরা এত কৃশ নয়। এটা একটা ষড়যন্ত্র। বিদেশী শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে দেশ ভাঙার, সমাজ ভাঙার ষড়যন্ত্র। কিন্তু কিসের স্বার্থে? স্বার্থ একটা আছে। সেটা ব্যক্তিগত স্বার্থ হতে পারে, আদর্শগত স্বার্থও হতে পারে। দেশ, দেশের স্বাধীনতার চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থ যখন বড় হয়ে ওঠে তখন সেই সমাজে সমূহ সর্বনাশ উপস্থিত হয়। আমরা সেই সঙ্কটকালে মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। নইলে কিছু শিক্ষিত যুবক 'দেশ তেরে টুকরে টুকরে হোঙ্গে' বলে স্লোগান দিলেও কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকরা, সমাজসেবী, শিল্পী কাউকে তো এর প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। দান্তেয়ারে মাওবাদীরা বাসভর্তি নিরীহ মানুষকে হত্যা করলে এরা চুপ থাকেন। কিন্তু পুলিশ বা জওয়ানদের গুলিতে মাওবাদী নিহত হলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে সোচ্চার হন। ধিক্কার এই বুদ্ধিজীবীদের। কাজী নজরুল ইসলাম একটি কবিতায় বলেছেন 'দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ'। এদেরও ঋণের বোঝা দিনে দিনে বেড়ে পাহাড়প্রমাণ হয়েছে। এইবার শোধ করতে হবে। সমাজ জাগছে। আর ভাঁওতা দিয়ে নিজের বুদ্ধিজীবী তকমাটা ধরে রাখা যাবে না। বিদেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামাজিক দায়িত্ব, কর্তব্য পালন না করার ঋণটা এবার শোধ করতে হবে। আর ঋণ শোধ করতে না চাইলে জনগণ তা ঘাড় ধরে আদায় করে ছাড়বে।

স্বামীজীকে মারধোর দুষ্কৃতির ঃ প্রতিবাদ হিন্দু সংহতির

২৩শে এপ্রিল উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট, রামানন্দ মহারাজের উপর হামলা চালায় কিছু দুষ্কৃতি। স্থানীয় সাঁওতাল অধ্যুষিত কাশিমপুর থেকে সাংগঠনিক কাজ দেখাশোনা করে গহগারামপুর ফেরার পথে আনুমানিক সন্ধ্যা ৭.৩০ টা নাগাদ হলিক্রস গার্লস স্কুলের কাছে দুজন দুষ্কৃতি মহারাজের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে প্রচণ্ড মারাধোর করে। তাঁকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে মহারাজ জানান। তিনি জানান দুষ্কৃতিরা তাঁকে সংগঠন ও হিন্দু ধর্মের কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্যও হুমকি দেয়। গঙ্গারামপুর হাসপাতালে মহারাজের প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। পরে তিনি গঙ্গারামপুর থানায় অপরিচিত দুষ্কৃতির নামে লিখিত অভিযোগ করেন। উত্তরবঙ্গে হিন্দু সংহতির মুখ পীযূষ মন্ডল এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

হোস্টেলে আত্মঘাতী ছাত্র ঃ স্কুলে তাণ্ডব চালাল মুসলিম জনতা

পূর্ব মেদিনীপুরের শ্রীরামপুর এগ্রিকালচার হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র শরিফুল গাজী। গত ২১ শে এপ্রিল সে হোস্টেলের ঘরে আত্মহত্যা করে। ঘটনাকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াল আসপাশের মুসলিমরা। তাদের দাবি হোস্টেলের সুপার কালোবরণ বেরা এবং প্রধানশিক্ষক ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছে শরিফুলকে। এরপরই তারা তাণ্ডব চালায় স্কুলে। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ কিছুই বাকি রাখেনি তারা। কিন্তু তদন্ত ছাড়াই মুসলিমরা এরকম আচরণ করল কেন? উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেড়িয়ে এসেছে। এক অজানা তথ্য।

বিদ্যালয়টির বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রী নবকুমার দাস এবং হোস্টেলের সুপার শ্রী কালোবরণ বেরা অত্যন্ত সজ্জন এবং নিপাট বিদ্যানুরাগী বলেই এলাকায় পরিচিত। কিন্তু অভিযোগ সংখ্যালঘু পরিচালন কমিটির সঙ্গে বিরোধ দিনকে দিন বেড়েই চলেছিল। এই বিরোধের প্রধান কারণ হল স্কুল পরিচালন কমিটির অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহমত পোষণ না করে বিরোধিতা করা। তাই পরিচালন কমিটি বেশ কিছুদনি থেকে সুযোগ খুঁজছিল। কিভাবে এদেরকে সরিয়ে দেওয়া যায়। সুযোগও এসে গেল তাদের হাতে ছাত্রাবাসে একছাত্রের মৃত্যুকে ঘিরে। উত্তর ২৪ পরগনার দাঙ্গাখ্যাত বসিরহাটে বাদুড়িয়া থেকে এই বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিত পড়তে আসা ১৪ বছরের কিশোর শরিফুল গাজী গত ২১শে এপ্রিল হঠাৎ আত্মহত্যা করে। মৃত কিশোরের পরিবারের অনুমান স্কুলের হোস্টেলেই ষড়যন্ত্র করে খুন করা হয়েছে তাদের ছেলেকে।

এরপরই আসরে নেমে পড়ে 'আইমা' নামক একটি চরম সাম্প্রদায়িক মুসলিম সংগঠন। তারা এই বলে মুসলমানদের খেপিয়ে তোলে যে শরিফুলকে প্রধানশিক্ষক ও হোস্টেল সুপার মিলে খুন করেছে। খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম মহল্লায়। প্রচুর মুসলমান এসে স্কুল ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের দাবি, প্রধানশিক্ষক ও হোসটেল সুপারকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তারাই ওদের শাস্তি দেবে। এরপরই তারা ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ও স্কুলে অগ্নিসংযোগও করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের দারস্থ হয়। তমলুক, পাঁচঘড়া, নন্দকুমার ও ময়না থাকার আধিকারকিসহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রকৃত দোষীকে খুঁজে বের করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন যে কোন মৃত্যুই দুঃখজনক। প্রকৃত তদন্ত হলে আসল দোষী সাজা পাবেই। কিন্তু তদন্ত যেন চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে নেয়। তাহলে নির্দোষী ভালো মানুষদের হয়রানির শিকার হতে হবে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ইঙ্গিত প্রধান শিক্ষক ও হোস্টেলের সুপারে দিকে তা বোঝাই যাচ্ছে।

উত্তর -পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে রোহিঙ্গা ঃ সক্রিয় একাধিক চক্র

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করছে। গত বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির একটি বাস থেকে ১৮ রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী এইসব রোহিঙ্গাদের মধ্যে অন্তত পাঁচজনের কাছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী সংস্থার দেওয়া পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ধৃতরা দিল্লি যেতে চাইছিল। এসব রোহিঙ্গাকে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুরা থেকে আটক করে ত্রিপুরা পুলিস। ধৃতদের মধ্যে ১১ পুরুষ, তিন মহিলা ও চার শিশু রয়েছে। তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ত্রিপুরা পুলিস জানিয়েছে, ধৃত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের রোহিঙ্গা শিবিরে বসবাস করত। অন্য অনেক রেহিঙ্গাদের মতো তারাও ত্রিপুরার সিবাহিজলা জেলার সোনামুরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত রোহিঙ্গারা তাদের দেশ ছেড়ে পালানোর তথ্য দিয়েছে। প্রথমে তাদের মালয়েশিয়ায় কাজের প্রস্তাব দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। তিন দিন তারা সেখানে ছিল। পরিবারসহ মালয়েশিয়া যেতে এজেন্টকে তারা প্রায় ২২ লাখ কিয়াট (মায়ানমারের মুদ্রা) দেয়। বাংলাদেশ থেকে তারা সোনামুরা সীমান্ত দিয়ে ভারত প্রবেশ করে। গত বছরের আগস্টে রাখাইন রাজ্যে মায়ানমারের সেনাবাহিনী ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা। একই সময়ে ভারতে আগে থেকেই বসবাস রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করার উদ্যোগ নেয় কেন্দ্র। গত বছরের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেন রিজিজু রোহিঙ্গাসহ বেআইনি অনুপ্রবেশ-কারীদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে বের করে দিতে সব রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সংসদে জানান। পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সেখানে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে আপাতত আটকে রয়েছে ওই প্রক্রিয়া। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিকে সতর্ক করে দিয়ে জানান, এইসব রাজ্যর সীমান্ত দিয়ে নতুন করে রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতে পারে। মানবপাচারকারীরা ভারত-বাংলাদেশ ও ভারত-মায়ানমার সীমান্ত ব্যবহার করে রোহিঙ্গাদের ভারতসহ অন্য দেশে পাঠানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। গত ১৪ জানুয়ারি উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে ৬ রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়। গত ২৯ নভেম্বর পশ্চিম ত্রিপুরার খয়েরপুর মার্কেট এলাকা থেকে আটক করা হয় আরও ৮ রোহিঙ্গাকে।

সংবাদ মাধ্যম প্রভাবী ও শক্তিশালী কিন্তু কোনভাবেই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ নয়

তপন ঘোষ

গণতন্ত্র একটি তেপায়া টেবিল। এর কোনো একটা পায়া যদি নড়বড়ে হয়, অথবা ভেঙে যায় অথবা না থাকে তাহলে টেবিলটা যেমন নড়বড়ে হয়ে যাবে বা ভেঙে পড়বে ঠিক তেমনই গণতন্ত্রেরও কোন একটি পায়া নড়বড়ে বা দুর্বল হলে গণতন্ত্রও দুর্বল হয়ে যাবে অথবা মুখ থুবড়ে পড়বে। গণতন্ত্রের পায়া তিনটি কী? আইন প্রণয়ন সভা (Legislature), প্রশাসন (Bureaucracy) এবং বিচারব্যবস্থা (Judiciary)। এই তিনটিই যদি সমান শক্তিশালী থাকে এবং একে অপরের উপর খবরদারি করতে না পারে তবেই গণতন্ত্র মজবুত থাকবে। না হলে নয়।

আবার একটি টেবিলের পায়াগুলো যত মজবুতই হোক না কেন, সেগুলি দাঁড়িয়ে থাকবে যে মাটির উপর সেই মাটি যদি খুব নরম হয়, তাহলেও টেবিলটা দাঁড়াতে পারবে না এবং টেবিলের কাজ করতে পারবে না। ঠিক তেমনি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ওই মাটি বা মেঝে হল সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা। সেই চেতনাটা শক্ত না হলে কোনভাবেই গণতন্ত্র ফলপ্রসূ বা সার্থক হতে পারবে না। সাধারণ মানুষ যদি ভোটের মূল্য ও ভোটারের দায়িত্ব না বোঝে তাহলে টাকা দিয়ে অথবা জাতপাতের ভিত্তিতে তার ভোট কেনা যাবে। ফলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই সার্থক গণতন্ত্রের জন্য গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ একান্ত দরকার।

এখন আসি গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভের কথায়। সংসদ, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংসদই অবশ্যই সব থেকে উপরে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তা শুধু আইন প্রণয়ন বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে। এই নির্বাচিত সংসদ প্রশাসনের ও বিচারব্যবস্থার কাজ চলাকালীন তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

এই ব্যবস্থায় সমস্যাটা হয় কোথায়? সমস্যা হয় যখন এই তিনটি বিভাগের যে কোন দুটির মধ্যে অথবা তিনটির মধ্যেই কোন গুপ্ত বা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সহজ উদাহরণ, পুলিশ একজন খুনীকে ধরল। সংসদের তৈরী করা আইন অনুসারে তার বিচার করবেন আদালতে বিচারপতি। কিন্তু খুনীর কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে পুলিশ ও বিচারপতি সেই খুনীকে যাথাযোগ্য শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন না। অর্থাৎ সংসদে আইন প্রণয়ন কোন কাজে লাগল না। মানুষ গণতন্ত্রের লাভ পেল না।

তাই গণতন্ত্রকে সফল করতে গেলে তার তিনটি বিভাগ বা স্তম্ভের উপর নজরদারি খুব প্রয়োজন। এই নজরদারি কে করবে? সেই কাজটাই আগে সংবাদপত্র করত। তখনও দূরদর্শন বা টিভি আসেনি। পরে রেডিও, টিভি, বহু চ্যানেল ইত্যাদি আসার পর এগুলোকে এককথায় বলা হয় সংবাদমাধ্যম। এই সংবাদমাধ্যমের তীক্ষ্ণ নজর গণতন্ত্রের ওই তিনটি বিভাগ বা স্তম্ভকে সঠিক অবস্থানে থাকতে বাধ্য করত। কোন বড় রকমের দুর্নীতি বা ঘোটালা বা জনবিরোধী কাজ করে সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলো পার পেত না। সেইজন্য সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়াকে বলা হত গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সংবাদমাধ্যম এই কাজ অনেকদিন বেশ সাফল্যের সঙ্গে করেছে। কিন্তু সময় তো থেমে থাকে না। সবকিছুর পরিবর্তন হয়। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবরকম ব্যবস্থা, পদ্ধতি এবং সংস্থারও পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তন সংবাদমাধ্যমেরও হয়েছে। এবং খুব বেশি পরিমাণে হয়েছে। সেটা বোঝানোর জন্য অন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

আমাদেরই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরুন। দেখতে পাবেন অসংখ্য স্কুল ও কলেজ ধনী ব্যক্তিদের দানে তৈরী হয়েছে। ধনী ব্যক্তিরা এই দান করেছেন সমাজে শিক্ষার প্রসারের জন্য। বিখ্যাত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীটে মেন ক্যাম্পাসে তিনটি বিল্ডিঙের মধ্যে একটি নাম দারভাঙ্গা বিল্ডিং। বিহারের দারভাঙ্গা মহারাজের দানে এই ভবনটি তৈরী হয়েছিল। বেনারসের বিখ্যাত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় B. H. U. শুধু পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সংগৃহীত দানের টাকায় তৈরী হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে বরিশালে বিখ্যাত বিশাল বি. এম. কলেজ মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের টাকায় তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে তৈরী হয়েছিল।

অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রটা আগে ছিল ধনী ব্যক্তিদের দান করার একটা জায়গা। কিন্তু আজকে চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন শিক্ষা ও চিকিৎসা এই দুটি ক্ষেত্র বিশাল ব্যবসার জায়গায় পরিণত হয়েছে যা আগে ছিল অকল্পনীয়। এই ব্যবসায় বর্তমানে প্রচুর লাভ। ছাত্রপিছু বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় এরকম স্কুলের সংখ্যা সারা দেশে এখন পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। আর উচ্চশিক্ষায় ডাক্তারি, প্যারা মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বি. এড. প্রভৃতি কোর্সের প্রাইভেট কলেজগুলিতে বিপুল পরিমাণে ক্যাপিটেশন ফী নিয়ে কর্তৃপক্ষরা কোটি কোটি টাকা লাভ করছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রটা দানের জায়গা থেকে বর্তমানে লাভজনক ব্যবসার জায়গায় পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে।

ফিরে আসি সংবাদ মাধ্যমের কথায়। আগে খবরের কাগজ বের হত। সাংবাদিকরা হতেন আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ। আর সম্পাদকরা হতেন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, অরবিন্দের বন্দেমাতরম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিউ, প্রভৃতি পত্রিকা ও ম্যাগাজিন দিয়ে বাংলার সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল। পরবর্তী দিনেও তুষারকান্তি ঘোষ (যুগান্তর), প্রফুল্লচন্দ্র সরকার (আনন্দবাজার), বিবেকানন্দ মুখার্জী-র(বসুমতী) মত সম্পাদকরা সেই গৌরবোজ্জ্বল ধারাকে বজায় রেখেছিলেন। অন্যান্য রাজ্যে এবং ভাষাতেও একইরকম উদাহরণ আছে। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় মহারাষ্ট্রে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক সম্পাদিত 'কেশরী' পত্রিকা।

স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্রগুলি গণতন্ত্রের প্রহরীর ভূমিকা কিছুটা পালন করতে পেরেছে। বেশি পারেনি। কারণ দেশে শিক্ষার হার খুব কম ছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শিক্ষার হার বেশি থাকায় সংবাদপত্রগুলি এই ভূমিকা অনেকটা পালন করতে পেরেছে। তারপর এসে গেল অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম টিভি। এই মাধ্যমে অশিক্ষিত মানুষকেও সচেতন করা যায়। ফলে গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের সহভাগিতা বা সক্রিয় অংশগ্রহণ আরও বেশি বাড়ানো সম্ভব। শুধু গণতন্ত্রকে মজবুত করতে নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা বিশাল। সেই বিশদ আলোচনায় না গিয়ে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি।

২০০০ সাল। আমি আর এস এসের ২৪ পরগণা বিভাগ প্রচারক। বোধহয় সেপ্টেম্বর মাস। গোটা পশ্চিমবঙ্গে বিশাল বন্যা হল। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগণায় ইছামতী ও যমুনার জলে সমগ্র বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমা ভেসে গেল। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়ে রাস্তায়, বাঁধে ও উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। বন্যা শুরুর চার-পাঁচদিন পর আমার অধিকারীরা আমাকে আদেশ দিলেন বন্যা পরিস্থিতি দেখে আসতে এবং কোথায় কোথায় ত্রাণের প্রয়োজন জেনে আসতে। শিয়ালদা থেকে বনগাঁ লাইনে ট্রেন যাচ্ছে হাবড়া পর্যন্ত। তারপর রেললাইন ডুবে গেছে। আমি হাবড়ায় নেমে কারো সাইকেল নিয়ে বাসরাস্তা ধরে এগোতে থাকলাম। যশোর রোড মোটামুটি চালু ছিল। কিন্তু আমাকে যেতে হবে গোবরডাঙ্গা। ওখানে সংঘের শাখা আছে। সেখানে যেতে হলে যশোর রোড থেকে ডান দিকে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। সাইকেলে এগোতে থাকলাম। কয়েক কিলোমিটার যেতে হবে। যমুনার উপর ব্রিজ আছে। উঁচু ব্রিজ। কিন্তু ওপারটা নীচু। জায়গাটার নাম নকপুল। সেই পর্যন্ত গিয়ে একটা দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কোলকাতা ও কলকাতা শহরতলি থেকে প্রচুর ম্যাটাডোরে করে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আসছে বহু ক্লাবের ছেলেরা। শুধু ক্লাব নয়, কত ব্যবসায়ী সমিতি, কত বিভিন্ন ধরনের সংস্থা ত্রাণ নিয়ে আসছে। নকপুলের বেশি আর গাড়ি যাচ্ছে না। তাই ওই পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাচ্ছে। আর বন্যাদুর্গত এলাকা থেকে ওই যমুনা নদী দিয়ে নৌকা করে যুবকরা আসছে। তাদের হাতেই ত্রাণসামগ্রী তুলে দিচ্ছে কলকাতা থেকে আসা লোকেরা। গাড়ি গোনা সম্ভব ছিল না। কয়েক শত।

আমি শুধু অবাক হলাম না। মনে খুব জোর ধাক্কা লাগল। তার আগে সংগঠনের শক্তির উপর আমার বিরাট আস্থা ছিল। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এদেরকে কে পাঠিয়েছে, কোন সংগঠন এদেরকে মোটিভেট করেছে? আমরা ভারতের বৃহত্তম স্বেচ্ছসেবী সংগঠন আর এস এস। আমি বন্যার এই পরিস্থিতি দেখে যাব। তারপর আলোচনা বৈঠক হবে। তারপর ত্রাণসামগ্রী যোগাড় হবে, স্বয়ংসেবকদেরকে রেডি করব। সুতরাং ৩-৪ দিনের আগে তো কিছু করতে পারব না। কিন্তু এরা? এরা কি করে এত দ্রুত তৎপরতার সঙ্গে সব প্রস্তুতি করে চলে এল? সব থেকে বড় প্রশ্ন এদের মোটিভেশন বা প্রেরণা কে দিল?

একটু ভাবতেই উত্তরটা খুঁজে পেলাম। টিভি ও খবরের কাগজ। গাছের ডালে মানুষ বসে আছে। টিনের চাল, খড়ের চাল, হাঁড়ি কড়াই, মানুষ ও গবাদি পশুর মৃতদেহ বন্যার জলে ভেসে যাচ্ছে। এরকম১ অনেক ছবি ও বর্ণনা মানুষের মনে আবেগ ও সহানুভূতি তৈরী করেছে। সেটাই মোটিভেশনের কাজ করেছে। তারই ফল আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এক মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সংগঠনের থেকে মিডিয়ার শক্তি হাজারগুণ বেশি।

ওই ঘটনা আমার মনে সংগঠনের শক্তি সম্বন্ধে আস্থা যেমন অনেক কমিয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনি সমাজের শক্তি ও শুভবুদ্ধির উপর আমার আস্থা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। সমাজের প্রতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি আমার এই আস্থাই আমাকে বহু কাজে এগিয়ে যেতে সাহস ও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মিডিয়া সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করতে পারে। আবার মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে পারে। এই মিডিয়াকে বলা হয় বলা হয় মেনস্ট্রীম মিডিয়া। এখন এগুলো চালাতে বিরাট অংকের টাকার প্রয়োজন হয়। মিডিয়াগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। ফলে যে কোন খবর যা ঘটনার ফুটেজ কে আগে দেখাতে পারবে তার জন্য তাড়াহুড়ো। সেইজন্য বহু সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান, এডিটর ইত্যাদি নিয়োগ করতে হবে। তার উপর চাই বিরাট অফিস, সম্প্রসারণ (Telecast) -এর ব্যবস্থা ইত্যাদি। অর্থাৎ বহু খরচ। অনেক টাকা বিনিয়োগ।

আদর্শবাদী সাংবাদিক সম্পাদকরা তো এত টাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন না। তাহলে কে করবে? সুতরাং বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা এগিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁরা তো সংবাদপ্রেমীও নন, গণতন্ত্রপ্রেমীও নন। তাঁরা হলেন প্রফিট প্রেমী। তাই তাঁরা যখন মেন স্ট্রীম মিডিয়াতে (খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেল) টাকা ঢালেন, সেটা তাঁরা ব্যবসায় বিনিয়োগ হিসাবেই করেন। তাঁদের কাছে অন্য ব্যবসা আর মিডিয়া ব্যবসার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাঁদের লাভ চাই, মুনাফা চাই।

সুতরাং মেন স্ট্রীম মিডিয়াটা হয়ে গেল বৃহৎ পুঁজি নির্ভর বৃহৎ ব্যবসা। আর সবাই জানেন যে, ব্যবসায় লাভ করতে হলে সততা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার জায়গা খুব কম। তাই শুরু হল খবর নিয়ে ব্যবসা। এতেও দুরকমের দুর্নীতি। পাঠক বা দর্শক যা দেখতে ভালোবাসে তা সত্য না হলেও দেখানো এবং জনগণ যা ভালোবাসে না– তা সত্য ঘটনা হলেও চেপে যাওয়া। এর ফলে টি আর পি বাড়বে। আর দ্বিতীয় রকমের দুর্নীতি হল, কোন খবর মিথ্যা করে বললে, কোন খবর বাড়িয়ে বললে, কোন খবর চেপে গেলে ওই ব্যাপারে স্বার্থ আছে এমন কোন পক্ষ থেকে টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং মিডিয়া দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেল। ফলে স্বাভাবিক মিডিয়া নিরপেক্ষতা হারালো এবং টাকার বিনিময়ে কোন দল বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রচারযন্ত্রে পরিণত হল।

সুতরাং এই দুর্নীতিগস্ত, পক্ষপাতদুষ্ট ও অসৎ মিডিয়া আর গণতন্ত্রের প্রহরীর কাজ করতে পারছে না। তাই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

বঙ্কিম-অরবিন্দ-তিলক রামানন্দদের জায়গা নিয়েছেন আজ অভীক সরকার, তরুণ তেজপালদের যত লম্পট ও চরিত্রহীনরা। এরা শুধু লাভ জানে। কোন মানুষ এদের শ্রদ্ধার চোখে দেখছে না। সাংবাদিকতা একসময় ছিল সমাজসেবা। আজ তা হয়ে গেছে নিছক বৃত্তি বা প্রফেশন। সংবাদমাধ্যম নামক বৃহৎ উদ্যোগে এরা কর্মরত প্রফেশনাল মাত্র। অর্থাৎ বেতনভোগী কর্মচারী। সুতরাং এই নতুন পরিস্থিতিতে মিডিয়া আর কোন ভাবেই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ নয়। সে যোগ্যতা ও সে মর্যাদা তারা হারিয়ে ফেলেছে। সে জায়গায় নতুন স্থান নিয়েছে সোসাল মিডিয়া। তার জগতও বিশাল। সে কথা অন্যসময়।

বন্দেমাতরম্-এর স্রষ্টা, হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুরোধা **ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**-এর ১৮০-তম জন্মদিন আগামী ২৬শে জুন। জেলায় জেলায় হিন্দু সংহতি কর্মী সদস্যরা ওইদিন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবে।

পূর্বস্থলীর ধর্মরাজের মন্দিরে পুজো দিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা তপন ঘোষ

গত ২৯শে এপ্রিল, রবিবার বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন কালনা মহকুমার অন্তর্গত পূর্বস্থলী থানার জামালপুরের বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী বুড়ো ধর্মরাজের মন্দিরে পুজো দিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা ও প্রাণপুরুষ শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি শ্রী বিশ্বজিৎ মজুমদার। সকলে হাতে থাকা অস্ত্র আকাশের দিকে তুলে শ্রী ঘোষ মহাশয়কে স্বাগত জানান। এই মেলাতে বর্ধমান, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রচুর ভক্ত বুদ্ধপূর্ণিমার দিন আসেন। সকলে অস্ত্র নিয়ে খেলতে খেলতে আসেন ধর্মরাজের মন্দিরে পুজো দিতে। অনেকে এই মন্দিরে মানত করে পশুবলি দেন। এইবারে প্রচুর ভক্ত মন্দিরে পূজাসহ পশুবলি দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই এলাকাতেই ১৯৭৯ সালে তপন ঘোষ আরএসএস-এর শাখা শুরু করেন।

কুলতলীতে অস্ত্রসহ ৫ বাংলাদেশী জলদস্যু গ্রেপ্তার

ভারতীয় জলসীমানা পেরিয়ে এখানকার মৎসজীবীদের নৌকোয় লুঠতরাজ চালাতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল সশস্ত্র পাঁচ বাংলাদেশি জলদস্যু। গত ১৩ই এপ্রিল, শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ দস্যুদের দলটি নদীপথে হাতের নাগালে চলে এলে সকলকে হাতে নাতে ধরে ফেলে পুলিশ। কুলতলির কাছে বিদ্যাধরী নদীর খাঁড়ি থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে পাঁচটি একনলা বড় বন্দুক ও একটি ছোট পাইপগান, সাতটি কার্তুজ ও বোমা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানায়, গত মার্চে এই দলটিই পিরখালি জঙ্গলের কাছে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই করে অন্ধকারে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। গতকাল ১৪ই এপ্রিল, শনিবার বারুইপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে রুপো পাচারকারী নুরুদ্দিন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করলো বিএসএফ

গত ৬ই এপ্রিল, শুক্রবার রাতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ থানার বানপুর সীমান্তে এক রূপোর গয়না পাচারকারীকে ধরে পুলিসের হাতে তুলে দিল বিএসএফের ১১নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম নুরুদ্দিন মণ্ডল। বাড়ি কৃষ্ণগঞ্জ থানার বানপুরে। তার কাছ থেকে ৬ কেজি ১৬০ গ্রাম রুপোর গয়না ও ৩ কেজি ২০০ গ্রাম রুপোর বল উদ্ধার করেছে বিএসএফ। উদ্ধার করা গয়না শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, জনা ছয়েক দুষ্কৃতী কিছু প্যাকেট কাঁটাতারের ওপারে ফেলার চেষ্টা করে। সীমান্তের একটি আমবাগানে তারা বিএসএফ জওয়ানদের দেখেই পালানোর চেষ্টা করে। সবাই পালিয়ে গেলেও নুরুদ্দিন ধরা পড়ে যায়। তার কাছ থেকেই রুপোর অলঙ্কার ও বল উদ্ধার করা হয়।

প্রেমিকা অরাজী ঃ মুখে ক্ষুর মারল প্রেমিক

নিজের নাম, ধর্ম পরিচয় গোপন করে প্রেম করেছিল এক যুবক। হিন্দু যুবতী যখন জানতে পারে তার প্রেমিক পবন খান তখন থেকেই তাকে সে এড়িয়ে চলতে থাকে। গত ১লা মে, মঙ্গলবার প্রেমিকের অনুনয় বিনয়ে শেষবারের মতো প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যায় বৌবাজার নিবাসী ওই তরুণী। প্রিন্সেপ ঘাটে দেখা হলে প্রেমিক পবন খান সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার অনুনয় করে। পরিবার এ সম্পর্ক মেনে নেনে না বলে মেয়েটি সম্পর্ক না রাখতে চাইলে ক্ষিপ্ত যুবক মেয়েটির দুগালে ক্ষুর দিয়ে আঘাত করে চম্পট দেয়। পশ্চিম বন্দর এলাকা থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অভিযুক্ত যুবক পবন খান।

নন্দকুমারে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে কালি মাখালো দুষ্কৃতিরা, চাঞ্চল্য এলাকায়

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নন্দকুমারের কল্যাণচক হাই স্কুল মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের একটি পূর্ণয়ব মূর্তিতে কালি ঘষে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্জল্য ছড়ায়। জানা গিয়েছে, গত ১৮ই এপ্রিল রাতেরঅন্ধকারে কে বা কারা স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে কালি মাখিয়ে দেয়। এদিন সকালে এই ঘটনার খবর জানাজানি হওয়ার পর পুলিস ও প্রশাসনের কর্তারাও নড়েচড়ে বসেন। গত ১৯শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার দুপুরে বিডিও মহম্মদ আবু তৈয়বের উদ্যোগে কালি তুলে নতুন করে মূর্তি রং করা হয়। তবে কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা জানার জন্য পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব।

বিডিও মহম্মদ আবু তৈয়ব বলেন খবর পাওয়ার পরই দ্রুত স্বামীজির মূর্তিতে লেগে থাকা কালি তুলে নতুন রং করা হয়েছে। এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের খোঁজে পুলিস তল্লাশি শুরু করেছে। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

হনুমান মন্দির ভাঙল রেলকর্তৃপক্ষ ঃ বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

গত ১৮ই এপ্রিল বোলপুর স্টেশন সংলগ্ন মন্দির ভাঙ্গার প্রতিবাদে বোলপুর স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাল এলাকার মানুষ। স্টেশনে ঢোকার মূল গেটে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। স্টেশনে ঢুকতে বেরোতে অসুবিধায় পড়ে যাত্রীরা। প্রচুর রেলপুলিশ নিয়ে এসেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। এমন কি অনেকে ট্রেন ধরতে এসে বিপাকে পড়ে। তারাও প্রকৃত সত্য শোনার পর বিক্ষোভকারীদেরই সমর্থন করেছেন।

সূত্রের খবর, বোলপুর স্টেশনে ঢোকার মুখে একটি হনুমান মন্দির ছিল। স্টেশনের রাস্তা এবং গেট সম্প্রসারণের জন্য বুধবার রেল কর্তৃপক্ষ মন্দিরটি ভেঙে দেয়। যেখানে এলাকার মানুষ নিত্যপুজো করতেন। পুজো দিতে এসে ভাঙা মন্দির দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এলাকাবাসী। মুহূর্তে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই বিভিন্ন জায়গা থেকে শয়ে শয়ে মানুষ এসে স্টেশন চত্বরে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে দেখাতে থাকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, 'রেল বললে আমরা মন্দির সরিয়ে নিতাম। কিন্তু রেল কাউকে না জানিয়ে মন্দির ভাঙল, মূর্তিগুলো অযত্নে ফেলে রাখল। ধর্মের এই অপমানের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। জনৈক এক ব্যক্তি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন 'এখানে মসজিদ বা মাজার থাকলে রেলকর্তৃপক্ষ তা ভাঙতে পারত? পুলিশ

বিক্ষোভকারীদের হটাতে চেষ্টা করলে তাদের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন জায়গা থেকে টাযার জোগার করে স্টেশনে ঢোকার মুখে আগুন জ্বালিয়ে দেয় তারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি যে সব অফিসারদের নির্দেশে মন্দির ভাঙা হয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। শাস্তি দেওয়া না পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চলতে থাকবে বলে তারা জানায়। যদিও এ নিয়ে রেলের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা আছে।

রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি সংখ্যালঘু তকমা পাওয়ার যোগ্য কিনা খতিয়ে দেখবে সুপ্রিম কোর্ট

রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের অধিকার কার হাতে থাকবে, মাদ্রাসা পরিচালন সমিতি নাকি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন, সুপ্রিম কোর্টে এই প্রশ্নের মীমাংসা হল না বৃহস্পতিবারেও। এই প্রশ্নের মীমাংসার আগে শীর্ষ আদালত বিচার করে দেখবে, রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি সংখ্যালঘু তকমা পাওয়ার যোগ্য কিনা। আগামী মঙ্গলবার থেকে এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে শুরু হবে শীর্ষ আদালতে শুনানি। গত ১৯শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছে বিচারপতি অরুণ মিশ্র এবং বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের বেঞ্চ। মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের অধিকার নিয়ে মামলার শুনানিতে রাজ্যের একটি মাদ্রাসার তরফে জানানা হয়, ২০০৭ সালে রাজ্যের সব ক'টি মাদ্রাসাকে সংখ্যালঘু শ্রেণিভুক্ত বিদ্যালয়ের তকমা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। সেই বিজ্ঞপ্তি চ্যালঞ্জে করে কলকাতা হাকোর্টে মামলা করে কয়েকটি মাদ্রাসা। রাজ্যের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের অধিকার মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির হাতে না দিয়ে পরে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের হাতে দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়। কাঁথি রহমানিয়া মাদ্রাসার তরফে আইনজীবী আবু সোহেল আবার দাবি করেন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। এরপরেই বিচরাপতি অরুণ মিশ্র এবং বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত স্থির করেন রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি 'সংখ্যালঘু' মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য কিনা, তা আগে করবে আদালত। গত এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলো যে রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোতে কী পড়ানো হয়। এমনকি বিচারপতিরা এই মন্তব্য করেছিলেন যে রাজ্য সরকার যেহেতু টাকা দেয়, তাই শিক্ষক নিয়োগের অধিকারও তাদের থাকা উচিত।

শিলচরে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঃ হিন্দু সংহতির ভূমিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ পুলিশকে

গত ২রা এপ্রিল কাছাড় প্রতিবাদী মঞ্চ নামে মুসলিমদের একটি সংগঠন কাছাড় বনধের ডাক দেয়। তার রেশ ধরে শিলচরের কালীবাড়িতে হিন্দুদের লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে। আর তা নিয়ে হিন্দু-মুসলিমদের দাঙ্গা হয় কালীবাড়ির চর ও মধুরবন্দ এলাকায়। বর্তমানে এলাকায় শান্তি বিরাজ করছে। তবে গত ১০ই এপ্রিল শিলচর-এর পুলিশ সুপার একটি সর্বদলীয় সভা ডাকেন। ওই সভাতে কাছাড় জেলার জেলাশাসকও উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কয়েকজন সেক্যুলার ও মুসলমান নেতা হিন্দু সংহতির কাজকর্ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার বলেন যে ''হিন্দু সংহতি সংগঠনটির ব্যাপারে খোঁজ খবর নেবার জন্যে পুলিশকে আমি নির্দেশ দিয়েছি। এছাড়াও ওই সংগঠনটি কিভাবে কাজ করে, কিভাবে সদস্য করায় পুরো বিস্তারিত তদন্ত করে দেখবে পুলিশ''। এছাড়াও তিনি সাম্প্রতিক মধুরবন্দ দাঙ্গাতে হিন্দু সংহতির ভূমিকা খতিয়ে দেখবেন বলে জানান। প্রসঙ্গত, কালীবাড়ির চর ও মধুরবন্দে দাঙ্গা প্রথমে মুসলিমরা শুরু করলেও পরে নিয়ন্ত্রণ আসে হিন্দুদের হাতে। ক্ষুব্ধ হিন্দুরা মধুরবন্দ এলাকার মুসলিমদের অনেকগুলি দোকানপাট ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। সেই প্রসঙ্গে হিন্দুর অধিকার ও হিন্দুর মাটি বাঁচানোর লড়াইয়ের হিন্দুর একমাত্র ভরসা হিন্দু সংহতি এখন আসামের তথাকথিত সেক্যুলার এবং জেহাদী মুসলমানদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে, ঐদিন অকারণেই মুসলমানরা হিন্দুদের মারধোর করতে শুরু করে ও তাদের দোকানপাট ভাঙচুর করে। প্রথমদিকে হিন্দুরা মার খেলেও পরে তারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। প্রশাসনের ধারণা হিন্দুদের এই প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়েছে এলাকার হিন্দু সংহতির ছেলেরা।

লাভ-জিহাদের শিকার রামনগরের সুজাতা প্রধান

এই বাংলায় আর একটি হিন্দু মেয়ে লাভ-জিহাদের শিকার হয়ে হিন্দু সমাজ থেকে হারিয়ে গেলো। এইবার লাভ-জিহাদের শিকার হলো দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রামনগর থানার অন্তর্গত হিংগলগঞ্জের হিন্দু কিশোরী সুজাতা প্রধান (নাম পরিবর্তিত, বয়স ১৭ বছর ১০ মাস)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামের শম্ভুনাথ প্রধানের মেয়ে গত ২১ শে মার্চ, বুধবার স্কুল থেকে ফেরার সময় বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত খুড়ীরপোলের বাসিন্দা জাকির হোসেন মোল্লা সুজাতাকে নিয়ে যায়। পরের দিন ২২শে মার্চ, বৃহস্পতিবার সুজাতার পরিবার তাদের মেয়েকে ফিরে পাবার জন্যে রামনগর থানায় FIR দায়ের করেন, যার নম্বর ৪৪/১৮। পুলিশ অভিযুক্ত জাকির হোসেন মোল্লার বিরুদ্ধে IPC-363 ধারায় কেস রুজু করে। কিন্তু এতদিন পেরিয়ে গেলেও রামনগর থানার পুলিশ অপহৃতা সুজাতা প্রধানকে উদ্ধার করতে পারেনি।

রাজমিস্ত্রী শেখ নুরের প্রতারণার শিকার নাবালিকা বৃষ্টি

নির্মল বাংলা প্রকল্পে হিন্দু গ্রামে কর্মরত মুসলিমদের দ্বারা লাভ জেহাদের ঘটনা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এবার বোলপুরের ছায়া মল্লারপুরে। নির্মল বাংলা প্রকল্পে শৌচালয় বানাতে আসা শেখ নূরের খপ্পরে পরে আবারও এক নাবালিকা হিন্দু লাভ জিহাদের শিকার।

ঘটনাটি ঘটে বীরভূমের মল্লারপুর থানার অন্তর্গত ঝিকড্ডা পঞ্চায়েতের রাওতারা গ্রামে। নির্মল বাংলা প্রকল্পে বাথরুম তৈরির কাজ করতে আসে নদীয়া থেকে শেখ নূর, সেই মতো আশপাশের চারটে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে বাথরুম তৈরির সুযোগ নিয়ে রাউতারা গ্রামের যোগেশ মণ্ডলের বাড়িতেও শৌচালয়ের কাজ শুরু করে। কাজ করতে করতে যোগশে মণ্ডল (নাম পরিবর্তিত) এর ১৭ বছরের মেয়ে গত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বৃষ্টি মণ্ডল (নাম পরিবর্তিত) এর সাথে পরিচয় হয়। শেখ নূর বৃষ্টিকে তার নাম রাজেশ মণ্ডল বলে মিথ্যা পরিচয় দেয় এবং তার জাল আধারকার্ড তৈরী করে বৃষ্টিকে দেখায়। আস্তে আস্তে বৃষ্টিকে প্রেমের জালে ফাঁসায় শেখ নূর। এর পর বৃষ্টিকে প্রলোভন দেখিয়ে মার্চ মাসে ৭ তারিখে রাওতারা থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

তারপর বৃষ্টির পরিবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। পরে বৃষ্টি বাড়িতে ফোন করলে বৃষ্টির পরিবার সব মেনে নেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে বৃষ্টিকে ও রাজেশ মণ্ডল (শেখ নূর) কে বাড়িতে ফিরতে বলেন। বৃষ্টি ও শেখ নূর বাড়ি ফিরলে বৃষ্টির কাছে বৃষ্টির পরিবার রাজেশ মণ্ডলের আসল চেহারা তুলে ধরে এবং শেখ নূরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী এখন শেখ নূর জেল হেফাজতে আছে।

রাউতারা ও তার আশপাশের চারটে গ্রামে যতজন রাজমিস্ত্রী বাথরুম তৈরী করতে এসেছিল, তারা সবাই মুসলিম ছিল। রাউতারা গ্রামের সোনাই তলায় তারা তাদের কাজের সরঞ্জাম নিয়ে ডেরা বেঁধেছিল, এখন আগের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে বাথরুম তৈরির কাজে নতুন লোক নিযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই নির্মল বাংলা প্রকল্পে বাথরুম বানাতে আসা লাভজেহাদী শেখ হাফিজুল এর জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল অনিমা সরকারকে।

হিন্দু গৃহবধূকে অপহরণের চেষ্টা বারুইপুরে

দিনে-দুপুরে এক হিন্দু গৃহবধূকে অপহরণের চেষ্টা করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি গতকাল ১২ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে ঘটেছে। ঐদিন বিকেলে দিকে ওই হিন্দু গৃহবধূ বারুইপুর হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে তিনি অটো ধরার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। অটোওয়ালা বলেন যে তিনি শাঁখারিপুকুর রাস্তা দিয়ে যাবেন। ওই গৃহবধূ সরল বিশ্বাসে অটোতে উঠে বসেন। পিছনে একজন মুসলিম ব্যক্তি বসেছিলেন। কিন্তু অটোটি শাঁখারিপুকুরের রাস্তায় না গিয়ে যখন লক্ষ্মীকান্তপুর রাস্তার দিকে যেতে শুরু করে, তখন ওই গৃহবধূ প্রতিবাদ করেন। ওই মহিলা হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে তিনি প্রতিবাদ করলে ওই দুষ্কৃতি রুমাল দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে এবং তাকে খুন করার ভয় দেখায়। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তপুর যাবার রাস্তায় চাঁদখালী মোরে উল্টোদিক থেকে আসা একটি সন্ন্যাসী ভর্তি গাড়ি দেখে মহিলাটি সাহস করে ওই মুসলিম দুস্কৃতিটিকে ধাক্কা মারেন এবং চিৎকার করেন। তারাই ওই মহিলাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ওই গাড়িটি দ্রুত ওখান থেকে পালিয়ে যাওয়ায় দুষ্কৃতিদেরকে ধরা সম্ভব হয়নি। রাতেই ওই মহিলা বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন, যার নম্বর ১০৩৪/১৮। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ দুষ্কৃতিদের ধরতে চেষ্টা চালাচ্ছে।

কলকাতার নিউ মার্কেটে গ্রেপ্তার দুই জালনোট পাচারকারী

গাড়ির সামনে লাগানো ছিল পুলিশের জাল স্টিকার। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না। কলকাতায় জাল নোট ছড়াতে এসে এসটিএফের হাতে গ্রেপ্তার হল জাল নোটের দুই কারবারি। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০ লক্ষ টাকার জাল নোট। ধৃতরা দু'জনেই মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে এই নোট প্রথম মালদহে নিয়ে আসা হয়। তারপর গাড়ি ভর্তি নোট কলকাতায় আনা হয়েছিল। এই নকল নোট এখানে কাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা হচ্ছে। এই নকল নোট এখানে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জেএমবি'র কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখার কাজ চলছে। ধৃত দুই জাল নোটের কারবারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউ মার্কেট থানা এলাকায় আসে। একটি দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করে বিল মেটাতে দু'হাজার টাকার নোট দেয়। কিন্তু নোটগুলি দেখে সন্দেহ হওয়ায়, দোকান মালিক তাদের বসিয়ে রেখে নিউ মার্কেট থানায় খবর দেন। অফিসাররা এসে তাদের আটক করে নিয়ে যান। জাল নোটের বিষয় হওয়ায় পুলিসের তরফে বিষয়টি জানানো হয় এসটিএফকে। তাদের অফিসাররা এসে নোটগুলি দেখেই বুঝতে পারেন, সব জাল। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ১০ লক্ষ টাকার জাল নোট। কীভাবে তারা জাল নোট ছড়াচ্ছিল? তদন্তে নেমে জানা গিয়েছে, ধৃত দু'জন সম্পর্কে আত্মীয়। তারা রাজমিস্ত্রি কাজ করে। তার সুবাদে এ রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত রয়েছে। এই কাজের আড়ালে তারা জাল নোট পাচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

দুই সন্তানসহ হিন্দু গৃহবধূকে নিয়ে গেলো শেখ রাজু ঃ উদ্ধারের জন্যে হিন্দু সংহতির দ্বারস্থ পরিবার

হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত খরিওফ গ্রামের বাসিন্দা অর্জুন হাজরা। গ্রামে তার সামান্য জমিজমা আছে, তাতেই চাষবাষ করে কোনোরকমে সংসার চলতো। অর্জুনের দুই ছেলে-মেয়ে-১২ বছরের সুস্মিতা এবং ১০ বছরের সবুজ। কিন্তু অর্জুনের বন্ধুত্ব ছিল খরিওফ কালীতলার বাসিন্দা শেখ রাজুর সঙ্গে। বন্ধুত্বের সূত্রে বাড়িতে যাওয়া আসা ছিল শেখ রাজুর। শেখ রাজু জরির কাজের ব্যবসাদার ছিল। পরিবারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ আনতে অর্জুন হাজরার স্ত্রী সোনামনিও জরির কাজ করতে শুরু করে। প্রায় গত পাঁচ বছর ধরে সে জরির কাজ করে আসছে। কিন্তু হঠাৎই গত ২৯শে আগস্ট, ২০১৭ অর্জুনের স্ত্রী সোনামনি তার মেয়ে সুস্মিতা এবং ছেলে সবুজকে নিয়ে শেখ রাজুর সঙ্গে পালিয়ে যায়। স্ত্রী ও সন্তানকে ফিরে পাবার আশায় অর্জুন হাজরা আমতা থানায় শেখ রাজুর বিরুদ্ধে গত ১৪ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে অভিযোগ দায়ের করে। আমতা থানার পুলিশ শেখ রাজুর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩ এবং ৩৬৫ ধারায় কেস দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। যার কেস নম্বর ৪৬৪/১৭। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ দীর্ঘদিন তদন্ত চালিয়েও তাদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু নাছোড়বান্দা অর্জুন হাজরা গত ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপারের কাছে চিঠি দিয়ে স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েকে উদ্ধার করার কাতর আবেদন জানান। কিন্তু পুলিশ এখনো তাদের খুঁজে পায়নি। নিরুপায় অর্জুন স্ত্রী-সন্তানদের ফিরে পাবার জন্যে হিন্দু

সংহতির দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি ১৩ই এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে হিন্দু সংহতির সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়-এর কাছে আবেদন জানান তার স্ত্রী-সন্তানকে উদ্ধার করতে সাহায্য করার। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে তাকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়।

লাভ-জিহাদের শিকার হয়ে মরতে হলো তফশিলি জাতিভুক্ত নাবালিকা সুমিতা লেটকে

ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর এলাকার ৩নং ওয়ার্ডে। মৃত কিশোরীর নাম সুমিতা লেট। তাকে অপরহরণ করে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তার বাবা ধানু লেট (পেশায় রিকশা চালক) ও মা সন্তোষী লেট। প্রসঙ্গত, এই পরিবারটি তফশিলি জাতিভুক্ত।

চলতি বছরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল সুমিতার। সেই মতো চলছিল প্রস্তুতি। কিন্তু চলতি বছরের ১৪ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার সুমিতাকে রামপুরহাট পুরসভার ২নং ওয়ার্ডের মাদ্রাসা পাড়ার বাসিন্দা শেখ ঝণ্টু প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে রামপুরহাট থানায় অভিযোগ জানানো হলেও দীর্ঘদিন সুমিতার কোনও খবর পায়নি রামপুরহাটের লেট পরিবার। গত ১লা এপ্রিল, শনিবার সিউড়ি হাসপাতাল থেকে সুমিতার মৃত্যুর খবর আসে। হাসপাতালে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে ধানু লেটের সেখানে জানতে পারে গত ১৫ই মার্চ, বৃহস্পতিবার অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল সুমিতাকে। ওই হাসপাতালেই শনিবার মৃতু হয় তার।

উল্লেখযোগ্য বিষয় সুমিতা লেটকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তখন সায়রা বানু নাম দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর শেখ ঝণ্টু নিজের নাম গোপন করে নিজের নাম মন্টু শেখ বলে এবং ঝাড়খণ্ডের ঠিকানা দেয়। এখনো অবধি ঝণ্টু শেখের কোনো নাগাল পায়নি পুলিশ। পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

হিলি সীমান্তে ১৬ লক্ষ বাংলাদেশী টাকা উদ্ধার করল বিএস এফ

গত ১৫ এপ্রিল, রবিবার গভীর রাতে হিলির ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তের উজাল থেকে বাংলাদেশি ১৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে বিএস এফের ১৯৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ন। বি এস এপ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া টাকার ভারতীয় মূল্য ১২ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি ৪০ হাজার টাকার জামা প্যান্ট উদ্ধার হয়েছে। রবিরা গভীর রাতে উজাল সীমান্তের জিরো পয়েন্টে জিরো পয়েন্টে দুই দেশের পাচারকারীরা বাংলাদেশর টাকাগুলি নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করছিল। সেসময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফ হানা দিতেই পাচারকারী টাকা ও জামা কাপড় ফেলে পালিয়ে যায়। হিলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

একইরকম ভাবে গতমাসে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হিলি থানার ত্রিমোহিনী এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় ৫৪০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল বিএসএফের ১৮৩ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। উদ্ধার হওয়া নিষিদ্ধ কফ সিরাফের বাজার মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা বলে বিসেএফ সূত্রে জানা গেছে। পরে বিএসএফ উদ্ধার করা নিষিদ্ধ কফ সিরাফ ও আটক ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিলি থানার পুলিশ ও বিএসএফ।

জানা গেছে, হিলি থানার ত্রিমোহিনী বাজার সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত গোপাল দত্তের বাড়ি। বিএসেফের কাছে গোপন খবর আসে গোপাল দত্তের বাড়িতে নিষিদ্ধ কফ সিরাফ মজুত রয়েছে। খবর পেয়ে এদিন দুপুরে বাড়িতে হানা দেয় বিএসএফ-এর ১৮৩ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। হানা দিয়ে গোপাল দত্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৫৪০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাফ। ঘটনায় তাকে আটক করে বিএসএফ। উদ্ধার হওয়া নিষিদ্ধ কফ সিরাফের বাজার মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা। নিষিদ্ধ কফ সিরাফ সহ ধৃত ব্যক্তিকে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।

এবিষয়ে বিএসএফের ১৮৩ ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে গোপাল দত্ত নামে এক ব্যক্তি সহ ৫৪০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাফ উদ্ধার করা হয় এবং তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এগুলি বাংলাদেশে মাদক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পুলিশের ধারণা এর পিছনে একটি মাদক চক্র কাজ করেছে। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

দেশ-বিদেশের খবর

মাদ্রাসা নিয়ে হিমন্ত বিশ্বশর্মার মন্তব্যে আসাম জুড়ে তোলপাড়, স্বাগত জানালো হিন্দু সংহতি

৬ই এপ্রিল আসাম বিধানসভায় মাদ্রাসা প্রাদেশিকীকরণ বিল পাশ হয়। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধিতা করলেন অসমের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার কেন মাদ্রাসা চালাতে টাকা দেবে? কারণ তা সংবিধানবিরোধী। তিনি আসামে শিক্ষার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে পূর্বের কংগ্রেস সরকারকে দোষ দিয়ে বলেন যে ''কংগ্রেসের আমলেই এইসব হয়েছে। সৌদি আরবে তো অসমীয়া পড়ানো হয় না, তাহলে আসামে কেন আরবি পড়ানো হবে? আর এই মন্তব্যে তোলপাড় পড়ে যায় আসামে। বিকেলে সাংবাদিকদেরকে কংগ্রেস নেতা রাকিবুল হোসেন বলেন যে আসামে ইংরেজি পড়ানো হয়, কিন্তু ইংল্যান্ডে তো অসমীয়া পড়ানো হয় না। তার জবাবে পরেরদিন হিমন্ত বিশ্বশর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ''ইংরেজি সংবিধান স্বীকৃত ভাষা, তাই পড়ানো হয়। কিন্তু আরবি সংবিধান স্বীকৃত ভাষা নয়''। এছাড়া বদরুদ্দীন আজমল হিমন্ত বিশ্বশর্মার এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন। তবে হিমন্ত বিশ্বশর্মা আসামের শিক্ষামন্ত্রী হবার পর থেকেই মাদ্রাসার ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ এনেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো শুক্রবারের ছুটির বদলে মাদ্রাসায় রবিবার ছুটি চালু করা।

প্রসঙ্গত, ২০১৬-র ডিসেম্বর মাসে আসামে হিন্দু সংহতির কাজ শুরু হয়। ২রা ডিসেম্বর শিলচরে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে এই একই প্রশ্ন তুলেছিলেন সংহতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। আসাম সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে সংহতি সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য বলেন, ''এই কাজগুলো করার জন্যই দেশভক্ত ভারতীয়ার বিজেপি-কে ভোট দিয়েছে। এখন জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের জন্য আসাম সরকার তথা কেন্দ্র সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।''

জম্মু-কাশ্মীরে সেনার গুলিতে মৃত ৮ জিহাদি

জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। গতকাল ৩১শে মার্চ, শনিবার রাত থেকে জম্মু-কাশ্মীরের দুই জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই চলে। সেনা সূত্রে খবর, পৃথক দুই লড়াইয়ে আট জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষে চার জওয়ান আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। সোপিয়ানে জঙ্গিদের একটি দল লুকিয়ে আছে– এই খবর পাওয়ার পরই গত রাতে অভিযান চালায় সেনা বাহিনী। সেনার গুলিতে সেখানে মৃত্যু হয় ছয় জঙ্গির। পাশাপাশি, শনিবার ভোর রাত থেকে দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগের দিয়ালগাম এলাকায় সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই শুরু হয়। এখানে মৃত্যু হয় আরও দুই জঙ্গির। এক জঙ্গিকে আটক করেছে সেনা বাহিনীর তরফে মৃত জঙ্গিদের পরিচয় জানানো হয়নি তবে তারা পাকিস্তানের নাগরিক বলে জানানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জঙ্গিরা প্রত্যেকেই পাক মদতপুষ্ট কোনও জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে মনে করছে সেনা।

ত্রিপুরার ধর্মনগরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৫ মুসলিম যুবক

গত ১৫ এপ্রিল, রবিবার সন্ধ্যায় ত্রিপুরার ধর্মনগরের আকন-বাকোন এলাকায় ৫ মুসলিম যুবক মিলে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করলো। কিন্তু বাজারি মিডিয়ার চক্রান্তে ভারতের সাধারণ জনগণ এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর জানতে পারলো না। ঐদিন সন্ধ্যায় ১৬ বছরের ওই নাবালিকা টিউশন পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরছিল। সেইসময় ওই পাঁচ মুসলিম যুবক মেয়েটিকে অপহরণ করে কিছু দূরের পরিত্যক্ত জেল কোয়ার্টার-এর ভিতরে নিয়ে যায় এবং তারপর তাকে সবাই মিলে ধর্ষণ করে। সকালে স্থানীয়রা ঘটনার খবর পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠায়। পরে ধর্মনগরের মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করে যার নম্বর ৮/২০১৮। পুলিশ অভিযুক্ত মুসলিম দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬(এ), ৫১১, ৩৭৬, ৩৪১ ধারায় মামলা রুজু করেছে। অভিযুক্তরা হলো মহম্মদ আহমেদ, অমর হোসেন, রিয়াজউদ্দিন, মহম্মদ কলিমউদ্দিন এবং মনা মিয়াঁ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৩টি চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার হয়েছে।

মুম্বইয়ের থানেতে সশস্ত্র ডাকাতি, গ্রেপ্তার ৫ বাংলাদেশী ডাকাত

গত ২২শে মার্চ, ২০১৮ মহারাষ্ট্রের থানের কাশিমিরা এলাকায় সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে যে এরা সকলেই আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা। এদের কাছ থেকে টাকা ও গয়নার মূল্য মিলিয়ে ৯.৯৮ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণ, এরা বাংলাদেশি। ৩ জন ডাকাতির অল্প ক'দিন আগে বিমানযোগে ঢুকেছে এ দেশে, বাকি ২ জন এসেছে ট্রেনে। ধৃতদের নাম মহম্মদ পালসা, মহম্মদ ইসমাইল হাওয়ালদার, বাপি আকবর শেখ, মহম্মদ লতিফ শেখ, মহম্মদ ইরফান আলি ও লুকমান চিনা মিঁয়া। প্রথম ৪জন খুলনার বাসিন্দা, শেষজন সিলেটের। ২২শে মার্চ ভোরে থানের চেনা ক্রিকের কাছে একটি বাড়ির গ্রিল কেটে ঢুকে এরা ডাকাতি করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরে গত ২৯শে মার্চ ভাসাই ও ভারসোভার মধ্যে একটি সেতু দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি থামিয়ে এদের গ্রেফতার করা হয়। এ ছাড়া থানেরই এক আদালত ২ বাংলাদেশি মহিলাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে। পাশাপাশি ৫,০০০ টাকা করে জরিমানাও দিতে হবে এদের। ধৃত মুমতাজ রসুল শেখ ও মুনিরা আখতার হুসেন কোনও কাগজপত্র ছাড়াই এ দেশে বসবাস করছিল।

শিলচরের রাঙ্গিরখাঁড়িতে নাবালিকা কিশোরীকে ধর্ষণ

প্রতিবেশী ১৩ বছরের হিন্দু কিশোরীকে স্কুল ছুটির পর বাড়ি পৌঁছে দেবে আশ্বাস দিয়ে নিজের অটোতে চাপিয়ে সোনাবাড়িঘাট বাইপাসে এনে ধর্ষণ করল ধলাই-এর সুখতলার বাসিন্দা সাহাবুদ্দিন শেখ (২৬)। ঘটনাটি গত ৮ই এপ্রিল শনিবার দুপুরে আসামের শিলচর সংলগ্ন সোনাবড়িঘাটে ঘটে।

সূত্রের খবর, স্কুল ছুটির পর ওই কিশোরীকে অটোতে তুলে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে বাড়ি না পৌঁছে দিয়ে সোনাবাড়িঘাট বাইপাস সংলগ্ন সৈদপুর এলাকায় এসে নির্জন জায়গায় মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। কিন্তু মেয়েটির চিৎকারে স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে সাহাবুদ্দিন শেখকে ব্যাপক মারধর করেন এবং তাকে রাঙ্গিয়াখাঁড়ি পুলিশফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে ধর্ষক সাহাবুদ্দিন জেলে।

স্কুলে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করতে চলেছে অস্ট্রিয়া

শিশুশ্রেণির ছাত্রীদের হিজাব পরে স্কুলে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে অস্ট্রিয়া সরকার। সেদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমন খবরই মিলেছে। অস্ট্রিয়ার অতি ডানপন্থী সরকারের দাবি, এই প্রথা অস্ট্রিয়ার সংস্কৃতির পরিপন্থী। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর সেবাস্তিয়ান ক্রুজ স্থানীয় রেডিওতে বলেছেন, অস্ট্রিয়ায় সমান্তরাল সমাজব্যবস্থার বিকাশকে রোখাই আমাদের লক্ষ্য। শিশুশ্রেণিতে ছাত্রীদের হিজাবে নিষেদাজ্ঞা আমাদের সেই নীতিরই অঙ্গ। এই নির্দেশিকা অনুসারে, ১০ বছর পর্যন্ত ছাত্রীরা স্কুলে হিজাব পরে যেতে পারবে না। প্রসঙ্গত, উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়ার পশ্চিমি নীতির কড়া বিরোধিতা করেই গত বছর নির্বাচনে জিতেছিলেন ক্রুজ। সিরিয়ায় মানবিক সঙ্কটের পর মাত্র ১ শতাংশ উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিয়েছে অস্ট্রিয়া। ক্রুজ বলেন, 'কয়েক দশক আগেও অস্ট্রিয়ার মানুষ হিজাব চিনত না। এখন ইসলামিক স্কুল তো বটেই বিভিন্ন সাধারণ স্কুলেও শিশুরা হিজাব পরে আসছে।' এই নিয়ে আইন তৈরি করতে ইতিমধ্যে উদ্যোগী হয়েছে অস্ট্রিয়ার শিক্ষা মন্ত্রক। স্কুলগুলির কাছে শিশুশ্রেণির কত ছাত্রী হিজাব পরে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে প্রকাশ্যে হিজাব পরায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে নজর ঘোরানোর জন্যে কাঠুয়া ধর্ষণ নিয়ে হৈ চৈ, দাবি জম্মু বার এসোসিয়েশনের

জম্মুতে অবৈধভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের দিক থেকে নজর ঘোরাতে এবং তাদের সুবিধা করে দিতেই কাঠুয়া ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে এতো হৈ চৈ চলছে। এরকমই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন জম্মু বার এসোসিয়েশনের সদস্য সুরিন্দর কৌর। তিনি আরো বলেন যে 'আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে জম্মু থেকে অবৈধ রোহিঙ্গাদের শিবির সরানো হোক এবং এ বিষয়ে উপজাতি মন্ত্রক তাদের অবস্থান স্পষ্ট করুক। কিন্তু তা না করে কাঠুয়া কাণ্ড দিয়ে আমাদের দাবিকে ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হলো। তিনি আরো বলেন, 'আমরা চেয়েছিলাম যে আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হোক। বারংবার বলা সত্ত্বেও আমাদের কথা শোনা হয়নি। এর পাশাপাশি নাবালিকা হত্যার তদন্তে আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছি। রোহিঙ্গারা যে একটা বড়ো সমস্যা তা উল্লেখ করে বার এসোসিয়েশনের সদস্য গগন বাসত্রা বলেন যে, 'এখন রোহিঙ্গাদের হাতে আধার কার্ড চলে এসেছে। ফলে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত। যখন রোহিঙ্গারা শিবিরে এসেছিল তখন তাদের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। কিন্তু এই সংখ্যাটা ইতিমধ্যে ২২ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

শিলচরের কালীবাড়ি এলাকায় হিন্দুদের ওপর জেহাদী আক্রমণ, শক্ত প্রতিরোধ হিন্দুদের

গত ২রা এপ্রিল আসামের মুসলিমদের একটি সংগঠন কাছাড় বন্ধ-এর ডাক দেয়। কিন্তু স্থানীয় হিন্দু জনগণের বাধায় সেই বন্ধ সফল হয়নি। তারপর থেকে শিলচর কালীবাড়ি এলাকায় একটু উত্তেজনা ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। উস্কানি আসছিল মুসলিমদের তরফ থেকেই। অভিযোগ, শিলচরের কালীবাড়ি এলাকায় পাশের মধুরবন্দ এলাকা, যা কিনা মুসলিম অধ্যুষিত সেখান থেকে পাথর ছোঁড়া হতো। এতে স্থানীয় হিন্দুরা অনেকেই প্রতিবাদ জানান। কিন্তু গত ৮এ এপ্রিল, শনিবার রাত্রি প্রায় ১০টা নাগাদ মধুরবন্দ এবং তার পাশের চামড়াগুদাম এলাকা থেকে কয়েকশো মুসলমান লাঠি, দা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে হিন্দুদের ওপর। এমনকি হিন্দুদের লক্ষ্য করে প্রচুর পাথর ছোঁড়া হয়। এই আক্রমণে অনেক হিন্দুর মাথা ফাটে। অনেকে দা-এর আঘাতে জখম হয়। কিন্তু প্রথমের দিকে হিন্দুরা পিছু হঠলেও পরে হিন্দুরা প্রতিরোধ করে। হিন্দুরা একজোট হয়ে মুসলিমদের মারধর করতে থাকে। হিন্দুদের মারে মুসলিমরা তাদের এলাকায় দৌড়ে পালায়। তখন হিন্দুরা মুসলিমদের তাড়া করে মধুরবন্দ এলাকায় গিয়ে ব্যাপক মারধর করে। পাশাপাশি অনেকগুলি মুসলিম বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলেআসে। বর্তমানে উত্তেজনা থাকায় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী পুলিশ কালীবাড়ি থেকে ২ জন হিন্দু এবং রাঙ্গিরখাঁড়ি থেকে ২ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেছে।

তাজমহলের অধিকার দাবি করে মামলা সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের

তাজমহল তৈরি করেছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহান। কিন্তু সেই তাজমহলের অধিকার কি কাউকে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি? সারা ভারতের মানুষকে অবাক করে সেই তাজমহলের উপরেই নিজেদের অধিকার দাবি করে বসে উত্তরপ্রদেশের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। পাল্টা সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)। ১০ এপ্রিল, মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন ওয়াকফ বোর্ডের দাবির সপক্ষে সম্রাট শাহজাহান স্বাক্ষরিত নথি আদালতে পেশ করার নির্দেশও দেওয়া হয়। এর জন্য ওয়াকফ বোর্ডকে এক সপ্তাহের সময়সীমাও দেওয়া হয়। কিন্তু শীর্ষ আদালতে শাহজাহানের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই বলে বুধবার দাবি করেন বাবরি মসজিদ বিতর্কে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের সিনিয়র কাউন্সেল জাফরিয়াব জিলানি। তিনি জানান, নিষ্পত্তি আইন মোতাবেক স্মৃতিসৌধ এবং সমাধিগুলি ওয়াকফ সম্পত্তি। ২০০৫ সালে তাজমহলের উপর নিজেদের অধিকার দাবি করে উত্তরপ্রদেশের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। বিষয়টি নিয়ে ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় এএসআই। ওয়াকফ বোর্ডের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চে এএসআইয়ের আবেদনের শুনানি হয়। শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র ওয়াকফ বোর্ডকে বলেন 'ভারতে কে বিশ্বাস করবে যে এটা ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি? এই ধরনের বিষয়গুলির জন্য সুপ্রিম কোর্টের সময় নষ্ট না করা উচিত।' তিনি আরও বলেন, 'কবে এটা আপনাদের দেওয়া হয়েছে? ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতায় ছিল। তারপর এর অধিকার আসে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।' ওয়াকফ বোর্ডের আইনজীবী ভি ভি গিরি জানান, শাহজাহান বোর্ডকে ওয়াকফনামা দিয়েছে। এরপরেই বেঞ্চের তরফে শাহজাহানের দেওয়া আসল নথিটি আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

রাজশাহী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরের জিনিসপত্র চুরি করলো দুষ্কৃতিরা

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) মন্দিরের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মন্দিরে পূজা দিতে গেলে মন্দিরের তালা ভাঙা এবং ভেতরের সরঞ্জামাদি চুরি হওয়ার বিষয়টি দেখতে পান। তবে কবে এ ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ধর্মালম্বী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ধর্মীয় কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে এমন কাজ করেছে দুর্বৃত্তরা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবেদনের পর ২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হলেন চতুর্থ তলায় একটি কক্ষ মন্দির হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বরাদ্দ দেয় প্রশাসন। এরপর থেকে ওই কক্ষটি মন্দির হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

বিশ্বাবিদ্যালয়ের পূজা উদ্‌যাপন কমিটির অর্থ-সম্পাদক অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ শংকর সাহা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা দিন ক্লাস চলে। এ জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা রাতে পূজা আরাধনা করেন। আমরা প্রতি বুধবার মন্দিরে পূজা করি। গত ৪ই এপ্রিল, বুধবারও যথারীতি পূজার জন্য যাই। মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখি দরজার তালা ভাঙা। পরে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখি ফ্যান ও পূজা দেওয়ার পাত্র নেই।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক মিয়া মো. জগরুল শাহাদাৎ, বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমি এ বিষয়টি শুনেছি। হলের কোনো শিক্ষার্থী এ ধরনের কাজ করছে কি না তা বের করতে শিক্ষার্থীদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

হিন্দু কিশোরী অপহরণ ঃ উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই নেই

গত ২৩শে মার্চ বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার অন্তর্গত বোদা উপজেলার কামারপাড়া গ্রামের এক দরিদ্র হিন্দু দক্ষনাথের কন্যা রাধিকারানিকে (১৫) বাড়ির সামনে থেকেই অপহরণ করল পাঁচজন দুষ্কৃতি। অপহরণকারীরা হল শোহেল রানা (২৪), রাসেদুল ইসলাম (৩০) ম. নুরজ্জামান (৩২) রাফিকুল ইসলাম (৪৫) এবং মমিনুর (২৫)। ভ্যান চালক শোহেল রানার নেতৃত্বে হিন্দু কিশোরীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

বাবা দক্ষনাথ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই মর্মে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি মামলা করে। তবে মমিনুর ছাড়া আর কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।

বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের পক্ষে অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ খোদা থানার ভারপ্রাপ্ত অভিসার মঃ নুরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি রাধিকারানিকে উদ্ধারের ব্যাপারে কিছুই বলতে পারেননি। বাংলাদেশ মাইনরিটি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলে হিন্দু কিশোরীকে অবিলম্বে উদ্ধার করতে হবে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

আসামের ভরলুমুখে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণ

আসামের ভরলুমুখে ৪ বছরের শিশু এক মুসমিল যুবকের পাশবিক লালসার শিকার হলো। গত ২৩ই এপ্রিল, সোমবার সকালে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত সাবির আহমেদকে। ভরলুমুখের এসপি প্রাণজিৎ দুয়ার জানান, মঙ্গলবার সকালে থানায় শান্তিপুরের বাসিন্দারা অভিযোগ দায়ের করে জানান যে সাবির সকালে ঘরে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে চার বছরের শিশুকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। প্রতিবেশীরা দেখে ফেললে সে শিশুটিকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে ধরে ফেলে এবং মারধর করে আটকে রাখে। পরে স্থানীয়রাই পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ভরলুমুখ মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং ধর্ষক সাবিরকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। গতকাল ২৪শে এপ্রিল, মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক সাবিরকে জেল হেফাজতে নির্দেশ দেন।

পাকিস্তানী মদতপুষ্ট হ্যাকার, দুই কাশ্মীরি মুসলিম যুবককে গ্রেপ্তার করলো দিল্লী পুলিশ

গত ২৭শে এপ্রিল, শুক্রবার পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদতপুষ্ট একটি হ্যাকার-গোষ্ঠীর কার্যকলাপ ফাঁস করে দিল দিল্লি পুলিশের বিশেষ দল। ঘটনায় দুই কাশ্মীরি যুবককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এই প্রথম এই ধরনের অভিযান চালিয়ে সাফল্য মিলেছে বলে দাবি করেছে দিল্লি পুলিশ।

পুলিস জানিয়েছে, শাহিদ মাল্লা এবং আদিল হুসেন নামে ধৃত দুই যুবক পাঞ্জাবের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শাহিদ বি-টেক করছিল এবং আদিলের বিষয় ছিল বিসিএ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরে ধৃতদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের জন্য ১২০বি ধারাটিও যোগ করা হয়েছে।

পুলিস জানিয়েতে 'টিম হ্যাকার থার্ড আই' নামে ওই হ্যাকার গোষ্ঠী এখনও পর্যন্ত দেশের ৫০০টি ওয়েবসাইট হ্যাক করেছে। যার মধ্যে গত জানুয়ারি মাসে হ্যাক হওয়া জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটও রয়েছে। ধৃতদের জেরা করে গোটা চক্রে পাকিস্তান-যোগের বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। পুলিসের দাবি, ধৃতদের সঙ্গে পাক গুপ্তচরে সংস্থার সরাসরি যোগ ছিল। এক তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতদের সঙ্গে ফয়জল আফজল এবং আমির মুজফফর নামে দুই পাক নাগরিকের যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে। এই ফয়জল এবং আমির আবার পাকিস্তানেরই হ্যাকার গোষ্ঠী পাক সাইবার অ্যাটাকার বা সংক্ষেপে পিসি'র সদস্য।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দুবাই এবং লাহোর থেকে অপারেশন চালানো এই গোষ্ঠী ২০১৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত হাজারেরও বেশি ভারতীয় ওয়েবসাইট হ্যাক করেছে। অনুমান করা হচ্ছে যে, ইতিমধ্যেই তারা ভারতের বহু গোপন নথিপত্র পাকিস্তানে পাচার করে দিয়েছে। সেইসব নথি পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের যদি হাতি পৌঁছায় তবে আগামীদিনে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপদ্‌জনক হবে বলে বিশেষজ্ঞমহলের ধারণা। ধৃতদের জিজ্ঞাসা করে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নথিপত্র কোথায় কোথায় পাঠনো হয়েছে তা জানার চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহে শিবমূর্তি ভাঙচুর করলো মুসলিম যুবক

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের এক মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগে এক মুসলিম যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত ১৮ই এপ্রিল, বুধবার বিকালে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার কেন্দ্রীয় মন্দিরে শিব প্রতিমা ভাঙচুরের এ ঘটনা ঘটে বলে হালুয়াঘাট থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার জানিয়েছেন। তবে এই ঘটনা ঘটার পর পুলিশের দাবি, আটক মামুন মানসিক ভারসাম্যহীন। ওসি আরে বলেন বিকালে মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুরের সময় স্থানীয়রা এগিয়ে এলে মামুন পালিয়ে যায়। প্রতিমার হাত, মাথার চূড়া এবং গলায় পেঁচানো সাপ ভাঙচুর হয়েছে।

স্থানীয়দের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতিমার হাত, মাথার চূড়া, এবং গলায় পেঁচানো সাপ ভাঙচুর করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশ জুড়ে অনেকগুলি প্রতিমা ভাঙচুরের বা মন্দিরে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া মুসলিম যুবকের পরিবার দাবি করে যে তাদের সন্তান মানসিক ভারসাম্যহীন। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ দুষ্কৃতিকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে পরিকল্পিতভাবে রটানো হচ্ছে। এরফলে তদন্ত প্রভাবিত হবে বলেই তাদের ধারণা।

নারায়ণগঞ্জের হিন্দুসম্প্রদায়ের একমাত্র শ্মশান দখল চলছে

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ৩ শত বছরের পুরোনো একমাত্র মহাশ্মশানের জলাশয় দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। হিন্দু নেতাদের দাবি, স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল রাতের আঁধারে বালি-মাটি ফেলে তার উপর ছোট টিনের ঘর নির্মাণ করে ধীরে ধীরে ওই জলাশয় দখল করে নিচ্ছে। এমনকি রীতিমতো শ্মশানে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি ও নারায়ণগঞ্জ মহাশ্মশান কমিটির সহ সভাপতি শংকর সাহা বলেন, তিন শত বছরের বেশি পুরোনো এ মহাশ্মশান। এখানে নারায়ণগঞ্জ ও এর আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মরদেহ দাহ করা হয়। এর জন্য শ্মশানের পাশেই রয়েছে দীর্ঘদিনের পুরোনো জলাশয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রভাবশালী মহলর দখল করতে করতে জলাশয়টি প্রায় ভরাট করে নিয়েছে। এখন যেটুকু আছে সেটুকুও রাতের আধাঁরে দখল করতে শুরু করেছে। প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা বরং দাহ করতে গেলেও বাধা দিতে আসে ওই প্রভাবশালী মহলের লোকজন। নারায়ণগঞ্জ মহাশ্মশান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজন সাহা বলেন, শ্মশানের এ জলাশয় দখল হয়ে গেলে এখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের শব দাহ করা বন্ধ হয়ে যাবে। যার ফলে ২ থেকে আড়াই লাখ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ভোগান্তিতে পড়বে। তিনি আরো বলেন যে, এই নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের উচ্ছেদের যে চক্রান্ত চলছে এই ঘটনা তারই একটা নমুনা মাত্র বলে তিনি জানান।

এনআরসি তে নাম তুলতে জাল নথি জমা, বরপেটায় গ্রেপ্তার মুসলিম পরিবারের ৩ সদস্য

জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে (এনআরসি) নাম তোলার জন্যে জাল নথি জমা দিয়ে আসামের বরপেটা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন মুসলিম পরিবারের তিন সদস্য। ২৩শে এপ্রিল, সোমবার বরপেটা মাধব চৌধুরী কলেজে বংশতালিকা যাচাইয়ের কাজ চলছিল। সে-সময় এই জালিয়াতি প্রকাশ্যে আসে। পুলিস জানিয়েছে, বরপেটা থানার অন্তর্গত দেব্রাদি গ্রামের বাসিন্দা জুলমত আলী নামের ব্যক্তি তাঁর প্রথম স্ত্রী আসমাতন নেসার নামে থাকা ভোটার আইডি কার্ড, প্যানকার্ড ইত্যাদি জালিয়াতি করে দ্বিতীয় স্ত্রী বোমেলা বেগমের নামে ব্যবহার করছিলেন। শুধু তাই নয়, ২০১৫ সালে আসমাতন নেশার নামে পঞ্চায়েত প্রধানের দেওয়া প্রমাণপত্রটিও জুলমত জালিয়াতি করে রোমোল বেগমের নামে করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই বছর এনআরসিতে দ্বিতীয় স্ত্রী রোমেলা বেগমের নাম তোলার জন্যে এই সমস্ত জাল নথি জমা দিয়েছিলেন। এদিকে রোমেলা বেগমের বাবা এনআরসি অফিসারদের কাছে দাবি করেন যে তার মেয়ের নাম আসমাতন নেশা। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান পুলিশকে জানান যে ওই প্রমাণপত্রটি জাল। তারপরই গতকাল বরপেটা থানার পুলিশ জুলমত আলী তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রোমেলা বেগম এবং তার পিতা রমজান আলীকে গ্রেপ্তার করে।

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে ত্রিপুরার কমলাসাগর সীমান্ত

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে অনুপ্রবেশের নতুন রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। বর্তমানে মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা মুসলিমরা বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা হয়ে ভারতের অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। ত্রিপুরার বিশালগড় মহকুমার মিঞাপাড়া রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশের করিডর হয়ে উঠেছে। গত চার-পাঁচ মাস ধরে রোহিঙ্গা মুসলিমপাড়া মিঞাপাড়া হয়ে ভারতে ঢুকে আসাম হয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এটা বিএসএফ-এর কমলাসাগর আউটপোস্টের অধীনে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, মিঞাপাড়া সীমান্তের ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, এবং ১১৪ নং গেটের মাঝের কাঁটাতার পেরিয়ে রোহিঙ্গা মুসলিমরা প্রবেশ করে। দুপুরে বিএসএফ-এর জওয়ানরা যখন ডিউটি বদল করে, তখন ভারতীয় দালালরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভারতে প্রবেশ করায়। তারপর তাদের কাছের মুসলিম বস্তি রানিরবাজারের কাওয়ামার এলাকায় নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। সেটাই হলো অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলিমদের বেসক্যাম্প। সেখানে তাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। রাস্তায় কি কথা বলতে হবে, বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দিতে হবে এইসব শেখানো হয়। এমনকি সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন সকলে হিন্দি ভাষায় কথা বলে। জানা গিয়েছে যে, ভারতে যে সমস্ত রোহিঙ্গা মুসলিম আসছে, তারা রেলপথে বাংলাদেশের কসবা স্টেশনে এসে নেমে দালাল ধরে মিঞাপাড়া সীমান্তে এসে ভারতে প্রবেশ করছে। গত চার-মাস ধরে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ চললেও, বিএসএফ আজ পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীকে ধরতে পারেনি। অথচ ত্রিপুরা পুলিশ রাস্তা থেকে ধরছে রোহিঙ্গা মুসলিমদের।

জোর করে জমি দখলের চেষ্টা ঃ হিন্দু সংহতির শক্ত প্রতিরোধ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত আঁচনা গ্রাম। ওখানে রাস্তার ধারে সুশান্ত মহারাজের একটি আশ্রম আছে, যা এলাকার সাধারণ হিন্দুদের কাছে অতি পরিচিত। সুশান্ত মহারাজ সজ্জন ব্যক্তি বলে এলাকার সকলে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। আশ্রমের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে এলাকার সাধারণ হিন্দু জনসাধারণ যোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু ঐ জমির উপর নজর স্থানীয় মুসলমানদের একাংশের। ইতিমধ্যে আশ্রমের পাশে পি ডাব্লুব ডি-র জমি দখল করে তারা ঘর তৈরি করেছে। সম্প্রতি স্থানীয় মুসলমানদের সহযোগিতায় জাহির মোল্লা (পিতা- মৃত নাজিম মোল্লা) নামক ব্যক্তি দলবল নিয়ে এসে জমি দখল করে ঘর করতে শুরু করে। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা বাধা দিলে তখনকার মতো কাজ বন্ধ করে তারা চলে যায়। কিন্তু যাওয়ার আগে জাহির মোল্লা দেখে নেবে বলে সুশান্ত মহারাজকে শাসিয়ে যায় ফলে আশ্রমের মহারাজ জাহির মোল্লা ও স্থানীয় মোল্লাদের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে মামলা দায়ের করেন। কোর্ট গত ৩রা মে ওই জমির উপর ১৪৪ ধারা জারি করে এবং মন্দিরবাজার থানার পুলিশকে নির্দেশ দেয় যে তারা যেন ২১শে জুন, ২০১৮-এর মধ্যে কোর্টে রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু কোর্টের আদেশ অমান্য করে গত ৫ই মে শনিবার মুসলমানরা আশ্রমের জায়গায় গায়ের জোরে ঘর তৈরি করতে শুরু করে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, মুসলমানরা শুধু সংখ্যায় অনেক ছিল তাই নয়, তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও এসেছিল। ফলে স্থানীয় হিন্দুরা আশ্রমের সাহায্যে এগিয়ে আসতে ভয় পায়। এমন কি মন্দিরবাজার থানৈায় জানানো হলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। তখন সুশান্ত মহারাজ অঞ্চলের হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী রাজকুমার সরদারকে ফোনে সমস্যার কথা জানিয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। রাজকুমার সরদার হিন্দু সংহতির কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে মন্দিরবাজার থানার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। এরফলে পুলিশ ওই জমিতে ঘর তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয়। মুসলমানরা আর কোনরকম বদমায়েশি যাতে করতে না পারে তারজন্য মন্দির বাজার থানা থেকে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গঙ্গারামপুরে দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ ঃ গ্রেপ্তার আব্দুল কাদের

এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক আব্দুল কাদেরকে (২২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল ১৭ই এপ্রিল, মঙ্গলবার তাকে আদালতে তুলেছে পুলিশ। গত ১৬ই এপ্রিল, সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানার প্রাণসাগরের বাসুরিয়া এলাকায়। নির্যাতিতা যুবতীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বর্তমানে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে নির্যাতিতা কিশোরী স্থানীয় হাইস্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রী। নির্যাতিতা কিশোরী সোমবার বিকেলে মামার বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরা সময় অভিযুক্ত আব্দুল কাদের তার পথ আটকায়। নির্যাতিতা কিশোরী ও অভিযুক্ত পরিচিত ছিল। ফলে ওই কিশোরী দাঁড়ায়। এরপর ফুঁসলিয়ে অভিযুক্ত যুবক ওই কিশোরীকে পাশের ব্রীজের নীচে নিয়ে যায। সেখানে কিশোরীকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত যুবক। সন্ধ্যায় বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয়দের। স্থানীয়রা লক্ষ্য করেন যে ওই কিশোরী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার জ্ঞান ফিরলে অভিযুক্তের নাম বলে সে। এরপর পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা কিশোরীর পরিবার। রাতেই অভিযুক্ত আব্দুল কাদেরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিকে নির্যাতিতার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এদিকে এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।

এ-বিষয়ে নির্যাতিতার মা জানান, গতকাল তার মেয়ে মামার বাড়ি থেকে আসার পথে তার মেয়েকে ব্রীজের নিচে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে আব্দুল কাদের নামে এক যুবক। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে তিনি।

অন্যদিকে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছেন, অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হবে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বর্ধমানের আলমপুরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৫

গত ১৫ই এপ্রিল, রবিবার রাতে বর্ধমান-গুসকরা রোডে আলমপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আমির আলি, শেখ আজাদ, মানিক সাহা, পলাশ রাজমল ও শেখ জাহাঙ্গির। তল্লাশিতে তাদের কাছ থেকে একটি পাইপগান, এক রাউন্ড গুলি, ভোজালি, হাঁসুয়া ও লাঠি পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিসের দাবি। পুলিস তাদের গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে। রাস্তায় ডাকাতির পরিকল্পনায় তারা সেখানে জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশের অনুমান। গতকাল ১৬ এপ্রিল, সোমবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন এসিজেএম রতনকুমার গুপ্তা।

দিল্লির রোহিঙ্গা বস্তিতে আগুন পুড়ে ছাই ৫০টি ঘর

গত ১৫ই এপ্রিল, রবিবার দক্ষিণ পূর্ব দিল্লির সরিতা বিহারে রোহিঙ্গাদের বস্তিতে আগুন লাগে। এই আগুনে প্রায় ৫০টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দিল্লি দমকলের ১১টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গেলেও ঘরগুলিকে বাঁচানো যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে যে আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে যে রোহিঙ্গাদের বস্তির পাশেই ত্রাণ সরবরাহের একটি অফিস রয়েছে। সেখানেই প্রথমে আগুন লাগে এবং পরে তা সারা বস্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে ৫০টি ঘরই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে এই রোহিঙ্গারা সকলেই বহিরাগত। কোনোরকম বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই তারা মায়ানমার থেকে ভারতে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তিতে ভাঙচুর চালালো দুষ্কৃতিরা

সম্প্রীতির বাংলার মুকটে নতুন পালক যোগ হলো। গত ১৭ই এপ্রিল, মঙ্গলবার রাতে কিছু দুষ্কৃতি রাধাকৃষ্ণের মূর্তিতে ভাঙচুর চালালো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জের জাকিরপুরের হাটখোলায়। স্থানীয়রা মূর্তি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায় পরের দিন অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল, বুধবার সকালে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন যে ওই গ্রামে গত ১লা বৈশাখ থেকে হরিনাম চলেছে। ঘটনার আগের দিন রাতে সবাই যে যা বাড়ি চলে যাওয়াতে রাতের অন্ধকারে কয়েকটি মূর্তিতে ভাঙচুর চালায়। তার পূজার ঘট ঠাকুরের গলায় থাকা ফুলের মালা দূরে ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং পূজার অন্যান্য সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রেখে যায়। পরের দিন সকালে স্থানীয়রা এই ঘটনা দেখতে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কুমারগঞ্জ থানার ওসি পার্থ ঝা। স্থানীয়রা

জানিয়েছেন যে পুলিশ স্থানীয় হিন্দুদের বাধ্য করে ভাঙা মূর্তি বিসর্জন দিতে। এলাকার হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ থাকায় হাটখোলা এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

বীরভূমের পর মালদহ ঃ বিয়ের ১ মাস পর বিবিকে তালাক, থানায় অভিযোগ দায়ের

রাজ্যে আবার তিন তালাক। বীরভূমের পর মালদহে। স্বামী তিন তালাক দেওয়ার ইংরেজবাজার থানায় গতকাল ১০ই মার্চ, শনিবার অভিযোগ দায়ের করলেন এক তরুণী। বিয়ের এক মাসের মধ্যে তিন তালাক শুনতে হয়েছে তাঁকে। তার পরেও তিনি স্বামীর ঘর করতে চেয়ে চেষ্টা করেছেন প্রায় সাত মাস। কখনও শ্বশুরবাড়ির মতি ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। কখনও সমাজের মধ্যস্থতায় জট কাটানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনও সুফল মেলেনি। শেষ পর্যন্ত শনিবার আফসানা অভিযোগ দায়ের করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম ঢুকে গেল প্রতিবাদী মুসলিম মহিলা ইশরত জাহান, আফনির রহমান, সায়রা বানো, গুলশন পারভিন, আতিয়া সাবরিদের তালিকায়। যদিও আফসানা সুবিচার পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে আইনজীবী মহলের বক্তব্যে।

মালদহের পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষ অবশ্য বলেন, 'অভিযোগটি আমরা গুরুত্ব দিয়েই দেখছি।' আফসানার পাশে দাঁড়াচ্ছেন নারীবাদী মহিলারা। কলেজ শিক্ষিকা তথা নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী আইরিন সবনম বলেন, 'আফসানা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। অনেক মেয়েই এভাবে ভুগছেন। কিন্তু সাহস করে তাঁরা প্রতিবাদের পথে হাঁটেন না। বলার জায়গাও এতদিন ছিল না। সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাক বন্ধের রায় দেওয়ার পর অন্তত আমাদের বলার জায়গা হয়েছে। আমরা আফসানার পাশে আছি।' ইংরেজবাজারের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইমাম কৌশার আলি আদালত প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলেন, 'সরিয়তের বিধান অনুযায়ীও একবারে তিন তালাক দেওয়া যায় না। আফসানা যার নামে অভিযোগ করছেন, সে তালাক দিয়ে থাকলেও আফসানা আরও দু'বার সুযোগ পাবেন। 'আইনজীবী মহল কিন্তু আশার কথা শোনাতে পারেনি। মালদহের বিশিষ্ট আইনজীবী বিপুল দত্ত বলেন 'প্রথমত, তিন তালাকের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেও এখন্য নির্দিষ্ট কোনও আইন হয়নি ওই প্রথা রদে। ফলে এই ধরনের অভিযোগেও বধূ নির্যাতন ও প্রতারণার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ও ৪২০ ধারার মতো আইনে মামলা হয়। আর এই ঘটনাটি যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের রায় দেওয়ার আগে, তাই তরুণীটি তার সুবিধা পাবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। কেননা, সুপ্রিম কোর্টের রায় কবে থেকে কার্যকর হবে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। প্রায় এই অভিমত আফসানার আইনজীবী সুদীপ্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের। তবে আফসানা এখন অনড়। ইংরেজবাজার থানার সীট্টারির বাসিন্দা আফসানার বক্তব্য, 'আমি ওঁকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। ওর সঙ্গেই ঘর করতে চাই। কিন্তু ও যে মানসিকতা দেখাচ্ছে, তাতে বুঝতে পারছি, ওর সঙ্গে থাকা আর সম্ভব হবে না। তাই এ বার আমিও দেখতে চাই, এভাবে একটি মেয়েকে দূর করে দেওয়া যায় না। আমি কিছুতেই হার মানবো না এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।

১৫৭ জন্মদিবসে হিন্দু সংহতি-র শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাহির থেকে প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলাম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। ...অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা মার খাই—তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686/9836188899